

CONTAINS EXCLUSIVE BANGLA AND ENGLISH CONTENT



the
ULABian
A Student Mouthpiece



বিশেষ
কোভিড-১৯
সংখ্যা

সমাবর্তন ২০২১ • পৃষ্ঠা ২

কোভিড নিয়ে নানা আয়োজন • ভেতরের পাতায়

msj.ulab.edu.bd/bss/ulabian, ডিসেম্বর ২০২১, পৌষ ১৪২৮, জামাদুল আউয়াল ১৪৪৩, ৬৮৮, বেরিবাঁধ রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা, বাংলাদেশ।

প্রয়াণ শ্রদ্ধাঞ্জলি

অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম

জন্ম: ১ জানুয়ারি ১৯৩৪, প্রয়াণ: ৩০ নভেম্বর ২০২১

ইউল্যাবের ষষ্ঠ সমাবর্তন অনুষ্ঠিত

মো. রায়হান কবির শুভ

শিক্ষার শক্তির প্রকাশ তখনই পায় যখন এর প্রয়োগ ঘটে। নিজনিজ উদ্দেশ্য পূরণে শিক্ষার্থীরা এ শক্তির প্রয়োগ ঘটিয়ে থাকেন তাদের অর্জনের মাত্রানুসারে। শিক্ষার্থীদের কাছে অনেক শ্রমে সঞ্চিত এ শক্তির মাহাত্ম অনেকখানি। নিজের সঞ্চয়কে তাই স্পর্শে উপলব্ধি করার আকুলতা থাকে সকল শিক্ষার্থীর। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা তাদের সেই সঞ্চয় ছুঁয়ে দেখার সুযোগ পান শিক্ষা সমাপ্তির আনুষ্ঠানিকতায় অর্থাৎ সমাবর্তনে। করোনা দুর্যোগের এ কঠিন সময়ে ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ (ইউল্যাব)-এর স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ৭৫৪ জন শিক্ষার্থী তাদের সঞ্চয়কে(সনদ) ছুঁয়ে দেখার সুবর্ণ সুযোগটি পেল বিশ্ববিদ্যালয়টির ষষ্ঠ সমাবর্তনে।

২৯ নভেম্বর ২০২১-এ ইউল্যাবের ষষ্ঠ সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়। সমাবর্তনে বিশ্ববিদ্যালয়টির আচার্য ও রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি। অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি ও শিক্ষার্থীরা ভার্চুয়ালি জুমের মাধ্যমে যুক্ত হন।

শিক্ষামন্ত্রী দীপু মনি সভাপতির ভাষণে বলেন, অনুকরণ নয় উদ্ভাবনই শক্তি। গবেষণার প্রতি জোড় দিতে হবে আমাদেরকে। সফট স্কিল এবং মূল্যবোধের সমন্বয়

করতে হবে। উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেকে তৈরি করতে হবে। আপনাদের অর্জন

যেন কালো মেঘে ঢেকে না যায়। মাদক এবং

জঙ্গিবাদকে না বলতে হবে। আজকে যারা

আনুষ্ঠানিকভাবে সনদপ্রাপ্ত হলেন, জাতি গঠনে তাদের

দায়িত্ব অনেক। আপনারা ই হবেন একদিন এ দেশের

রক্ষাকারী। আপনারা ই নিয়ে যেতে পারেন লক্ষ প্রাণের

বিনিময়ে অর্জিত বাংলাদেশকে এক নতুন উচ্চতায়।

ইউল্যাবকে একটি ব্যতিক্রমী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে আখ্যায়িত করে দীপু মনি বলেন, এখানে একজন শিক্ষার্থী বিশেষায়িত বিষয়গুলোর পাশাপাশি লিবারেল আর্টস শিক্ষার মাধ্যমে সামগ্রিক শিক্ষার সুযোগ পায়। ফলশ্রুতিতে তারা সমাজ-সচেতন সৃজনশীল মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠেন। পূর্ণাঙ্গ মানুষ গড়ার এ ধারণা সফলভাবে সম্পন্ন করতে পারায় আমি ইউল্যাব কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাই।

তিনি তাঁর বক্তব্যে বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা-ভাবনার প্রসঙ্গ টেনে আরও বলেন, ইতিহাস বঙ্গবন্ধুকে সমৃদ্ধ করেনি, বঙ্গবন্ধু ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছেন। বঙ্গবন্ধু বিশ্বাস করতেন, কোনো দেশকে উন্নতি করতে হলে সে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা সবার আগে উন্নত করা প্রয়োজন। আজ তারই সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা-ভাবনা এবং শিক্ষা-দর্শনকে পাথেয় করেই দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।

ইউল্যাবের ষষ্ঠ সমাবর্তনের উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক ও বাংলাদেশ সংসদের তরুণ সদস্য মাশরাফি বিন মুর্তজার উপস্থিতি।

সমাবর্তন বক্তা হিসেবে মাশরাফি বিন মুর্তজা সদ্য ডিগ্রিপ্ৰাপ্ত গ্রাজুয়েটদের উদ্দেশ্যে বলেন, জীবন অনেক কিছু যেমন দেয়, তেমনি নিয়েও নেয়। তাই সফল হতে সুযোগগুলো কাজে লাগানোই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। মানুষ সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। মানুষের জীবনে এমন কিছু থাকে না যে চাইলেই সে সেটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। কিন্তু মানুষ মেহনত করতে পারে, চেষ্টা করতে পারে। আমি শিওর, আপনারা এই পর্যন্ত যেভাবে এসেছেন, আপনাদের সেই চেষ্টাটা অব্যাহত থাকবে এবং আপনারা সফল হবেন।

জীবনে কঠিন সময় এলে তাতে ভেঙে না পড়ার পরামর্শ দিয়ে তিনি বলেন, কঠিন পরিস্থিতিতে রিল্যাক্স করে, আর সহজ সময়ে রিল্যাক্স না করে সময়কে কাজে লাগানোর মানসিকতা থাকতে হবে। তিনি সব অবস্থায় দেশকে হৃদয়ে লালন করতে স্নাতকদের পরামর্শ দেন। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে ইউজিসির চেয়ারম্যান অধ্যাপক কাজী শহীদুল্লাহ বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে উচ্চশিক্ষার অন্যতম অনুষঙ্গ হলো গবেষণা। এ জন্যে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের গবেষণার সুযোগ করে দিতে হবে এবং পেশাগত উৎকর্ষ সাধনেরও ব্যবস্থা করতে হবে। ইউল্যাবের ১০টি গবেষণা কেন্দ্র থেকে বিশ্বমানের গবেষণা হচ্ছে জেনে আমি সত্যি আনন্দিত।

সমাবর্তনে আরও উপস্থিত ছিলেন ইউল্যাব বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সদস্য ও সংসদ সদস্য কাজী নাবিল আহমেদ, ইউল্যাব উপাচার্য অধ্যাপক ইমরান রহমান, উপ-উপাচার্য অধ্যাপক সামসাদ মর্তুজা, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মিলন কুমার ভট্টাচার্য, রেজিস্ট্রার লে. কর্নেল (অব.) ফয়জুল ইসলামসহ বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভাগীয় প্রধান, শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তাবৃন্দ। বিকাল ৩টায় সমাবর্তনের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়। প্রথম অংশের আনুষ্ঠানিকতা শেষে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মধ্য দিয়ে সমাবর্তনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

পত্রিকাটি পাঠকের মতামতকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে বন্ধপরিবর্তন। আপনাদের মূল্যবান মতামত আমাদের জানাতে পারেন নির্দিধায়। কিংবা আপনিও হয়ে উঠতে পারেন 'দ্য ইউল্যাবিয়ান' পরিবারের একজন। আপনার লেখা গল্প, কবিতা, সংবাদ বিজ্ঞপ্তি অথবা ছবি পাঠিয়ে দিন এই ঠিকানায়:

theulabian@ulab.edu.bd

করোনাকালীন সাংবাদিকতা

তারানা তাবাসসুম তিয়াসা

কোভিড-১৯ মহামারি বদলে দিয়েছে কর্মক্ষেত্রের দৃশ্যপট। সময়ের আবর্তনে বদলে গেছে মিডিয়া হাউজগুলোর প্রেক্ষাপট। বেড়েছে দর্শক, সাথে দায়িত্বও। করোনা দুর্যোগের সময় গণমাধ্যমকর্মীরা ছিলেন সামনের সারির যোদ্ধা। তবুও বিভিন্ন সময় সঠিক প্রশিক্ষণ ও সুরক্ষার অভাবে সাংবাদিকরা পড়ছেন নানা হুমকির মুখে।

পেশা হিসেবে সাংবাদিকতা চ্যালেঞ্জিং, যেকোনো পরিস্থিতিতে সকল ঝুঁকির মাঝেও নিরলস পরিশ্রম করাই সাংবাদিকদের দায়িত্ব। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হয়তো তারা সেটা করেও থাকেন। প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসে যখন সবাই ছিল ঘরে, তখন সংবাদ কর্মীরা ঘুরেছেন রাস্তায় রাস্তায়, সংবাদের খোঁজে। করোনা মহামারি বিগত দুর্যোগগুলোর তুলনায় একেবারেই ভিন্ন। ফলে তথ্য প্রচারের ক্ষেত্রে গণমাধ্যমকে থাকতে হচ্ছে বেশ সাবধানী।

গণমাধ্যমের ওপর এ সময়টায় মানুষের নির্ভরশীলতাও বেড়েছে। এজন্য ছোট ভুলগুলোও আর ছোট থাকছে না। অনেকক্ষেত্রে ছোট এ ভুলের জন্য প্রশ্নের মুখে পড়তে হয় সাংবাদিকতা ও গণমাধ্যমকে। কিন্তু পরিস্থিতি বিবেচনা করে গণমাধ্যম ও এর কর্মীদের পরিশ্রমের মূল্যায়ন করা উচিত আমাদের। তাদের কারণেই আমরা বিশ্বের বর্তমান দৃশ্যপট সম্পর্কে জানতে পারছি।

বর্তমান অবস্থা অনুযায়ী সাংবাদিকতার অনুশীলনে বিশেষ রূপান্তর লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কোভিড-১৯ সময়কালকে বলা হচ্ছে এ শতকের সবচেয়ে ভয়াবহ ও কঠিন সময়। এ পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য কারোই কোনো প্রস্তুতি বা অভিজ্ঞতা ছিল না। কোভিড-১৯ যখন বিশ্বে ছড়িয়ে পড়তে থাকে, তখন উন্নত দেশগুলো আগাম প্রস্তুতি নিয়েছিল। বাংলাদেশ সরকার স্বাস্থ্যখাতে প্রস্তুতি গ্রহণ করলেও সাংবাদিকতার মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রটি পিছিয়ে ছিল। প্রাথমিক পর্যায়ে যখন



পত্রপত্রিকার বড় বড় হরফে কোভিড বিষয়ক শিরোনাম, সচেতনতার পাশাপাশি আতঙ্কিত ছিল মানুষ। ছবি: প্রেসগ্যাংজেট

করোনাভাইরাস বাংলাদেশে আসে, জনসাধারণকে সচেতন করতে গণমাধ্যমকর্মীদের তখন ব্যাপক হিমশিম খেতে হয়েছে।

সাংবাদিকরা নতুন আঙ্গিকে সংবাদ অনুশীলনের প্রশিক্ষণ পায় বাংলাদেশে করোনাভাইরাস ভয়াল রূপ ধারণ করার পর। এমআরডিআই-এর মতো বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে এ প্রশিক্ষণ ও করোনাকালীন সাংবাদিকতার জন্য নীতিমালা প্রদান করা হয়। সুরক্ষার অভাবে স্বাস্থ্যঝুঁকিতে পড়েছিলেন অনেক সাংবাদিক ও তাদের পরিবার। লকডাউনের শুরুতে সকলক্ষেত্র অচল থাকলেও সাংবাদিকতার চাকা সচল ছিল।

করোনাভাইরাস বিশ্ব অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করেছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে কর্মী ছাঁটাইও করেছে। বাংলাদেশের অনেক গণমাধ্যম তাদের কর্মীদের অব্যাহতি দিয়েছে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে অনেক কম সময়ে অনেক বেশি ঘটনার আবির্ভাব ঘটেছে। পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে বলতে হয়, জনগণকে জানাতে প্রয়োজন আরও বেশি গণমাধ্যমকর্মীর। এ সময় গণমাধ্যম ব্যবহারকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও কমেছে গণমাধ্যমকর্মীর সংখ্যা। বিষয়টি গভীরভাবে ভেবে দেখা প্রয়োজন, কেননা এর সঙ্গে সংবাদপত্র ও সাংবাদিকের অস্তিত্ব জড়িত।

সংবাদমাধ্যমগুলো ভোক্তা ও গ্রাহকদের জন্য সাবস্ক্রিপশন ফি চালু করতে পারে। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমগুলো

বর্তমানে এ ধারা অনুসরণ করছে। বাংলাদেশের সংবাদপত্র শিল্পও টেকসই এমন কোনো মডেল অনুসরণ করতে পারে। আমাদের গণমাধ্যমগুলো আর্থিকভাবে বিজ্ঞাপনের ওপর নির্ভরশীল। যেহেতু করোনাভাইরাসের ফলে বিজ্ঞাপনদাতা প্রতিষ্ঠানগুলোর লোকসান হচ্ছে, তাই বিজ্ঞাপনের সংখ্যাও কমে যাচ্ছে। এমন সময় গ্রাহক ফি আদায়ের মাধ্যমে সংবাদমাধ্যমগুলো স্বনির্ভর একটি ব্যবসায়িক মডেল গ্রহণ করতে পারে। গণমাধ্যমকর্মীদের তাহলে টিকে থাকার সংগ্রামে নিরাপত্তা ও সুরক্ষা যুক্ত হবে। তাঁরা কাজের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠবেন।

সাংবাদিকতা পেশায় প্রাপ্তির চাইতে দানেই অধিক সমৃদ্ধি। অতিরঞ্জিত ও অপ্রয়োজনীয় সংবাদ প্রচার করে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়া সাংবাদিকতার উদ্দেশ্য নয়। এখন একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর কাছে অপ্রয়োজনীয় সংবাদের চাহিদা বেড়ে গেছে। সুস্থধারার সংবাদের থেকে সেন্সব সংবাদ গ্রহণেই তারা বেশি আগ্রহী। সাংবাদিকদের দায়িত্ব হচ্ছে তাদের নৈতিকতার জাগরণ করা।

সাংবাদিকতা এবং ব্যবসা দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন পেশা। কারও যদি প্রাথমিক চিন্তা থাকে 'আমি বড়লোক সাংবাদিক হব' তার সাংবাদিকতায় না আসাই নিজের জন্য তথা দেশ ও দেশের জন্য ভালো। মানুষকে সঠিক তথ্য দিয়ে জ্ঞানের প্রসার, সচেতনতা ও সামাজিক মূল্যবোধ বৃদ্ধি সাংবাদিকদের প্রধান দায়িত্ব।

করোনাভাইরাস অনিশ্চিত একটি কালের সূচনা করেছে। ভবিষ্যৎ নিয়ে আমরা সকলেই সন্দেহান ও চিন্তিত। এ সময় যাদের মারাত্মক ঝুঁকি নিয়ে প্রথম সারিতে থেকে কাজ করতে হচ্ছে তাঁদের উদ্বিগ্নতা আরও বেশি। তাই সরকারও এক্ষেত্রে বিশেষভাবে সাহায্য প্রদান করছে। চিকিৎসাক্ষেত্র, কৃষিক্ষেত্র, শিল্পক্ষেত্র ও শিক্ষাক্ষেত্রকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে আর্থিকভাবে সহায়তা করা হচ্ছে। কিন্তু গণমাধ্যমের মতো এত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র নামমাত্র সহায়তা পাচ্ছে। সমাজে গণমাধ্যমের ভূমিকা গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হচ্ছে না। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সাংবাদিকরা প্রতিদিন সংবাদ সংগ্রহ করতে ছুটে চলেছেন। তাঁদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য কোনো বিশেষ পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। যারা মানুষের কল্যাণে সর্বদা প্রস্তুত, তাদের প্রতি সরকারকে গণমাধ্যমকর্মীদের জীবন ও সম্মান রক্ষায় সচেতন হতে হবে। সদয় হতে হবে আমাদের।

করোনা ও নতুন জীবন ব্যবস্থা

সানজিদা আক্তার সুইটি

করোনাভাইরাস এমন একটি সংক্রামক ভাইরাস যা এর আগে কখনও মানুষের মধ্যে ছড়ায়নি। ভাইরাসটি যেহেতু ২০১৯ সালে এসেছে সে জন্য এর নাম দেওয়া হয়েছে কোভিড-১৯ বা নভেল করোনাভাইরাস। বিশ্বে এরকম আরও কয়েক ধরনের ভাইরাস রয়েছে।

নভেল করোনা ভাইরাস প্রথম শনাক্ত হয় চীনের উহান শহরে ২০১৯ সালে। তখন কেউ জানতো না এটি কী, কোন ধরনের ভাইরাস? কেন মানুষজন আক্রান্ত হচ্ছে? আক্রান্ত হওয়ার পর মানুষের কী ক্ষতি হয় বা কী কী লক্ষণ দেখা দেয়? ধীরে ধীরে ভাইরাসটি বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে।

বাংলাদেশে করোনাভাইরাসের প্রথম রোগী শনাক্ত হয় ২০২০ সালের মার্চে। করোনার সংক্রমণ বৃদ্ধি পাওয়ায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় ওই বছর ১৭ মার্চ থেকে সব ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করে। শুরু হয় অনলাইনভিত্তিক কার্যক্রম। বদলে যেতে থাকে নিত্যদিনের জীবনচিত্রের প্রেক্ষাপট। শুরুতে খানিকটা থমকে গেলেও অনেকটা বাধ্য হয়েই বদলে যাওয়া এ জীবনযাত্রার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে শুরু করে মানুষ।

সরকারি-বেসরকারি কার্যক্রম ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সম্পাদন করা শুরু হয়। রাস্তাঘাটে যানবাহন চলাচলও একসময় বন্ধ করে দেওয়া হয়। এর কিছুদিন পর ধীরে ধীরে যানবাহনের চলাচল শুরু হয় স্বাস্থ্যবিধি মেনে। সরকারের বেধে দেওয়া নির্দিষ্ট সময় অনুযায়ী মানুষজন বাসা থেকে বের হতো বাজার করার জন্য এবং নির্দিষ্ট সময়ের পর বাজারের সব দোকান বন্ধ করে দেওয়া হতো। এরকম পরিস্থিতির সাথে কেউই পরিচিত ছিল না বলে প্রথমে সবাই নানা রকম সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। কিন্তু বদলে যাওয়া এ পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়া ছাড়া যখন উপায় নেই, তখন অনেকটা টিকে থাকার লড়াইতে সামিল হওয়া মানুষ অভ্যস্ত হতে শুরু করে। শিক্ষা, চাকুরি, বাজার-সদাই থেকে শুরু করে বিনোদনের মাধ্যম খুঁজতে মানুষ নির্ভরশীল হতে শুরু করে অনলাইন ও ডিজিটাল সংস্করণের ওপর।



নতুন জীবন ব্যবস্থার এসব নির্দেশিকা
আজকাল চোখে পড়ছে হরহামেশাই

ছবিসূত্র: ইন্টারনেট

সবাই আগের মত স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে চায়। কিন্তু করোনা বিশ্ব থেকে একেবারে চলে যায়নি। কখনও যাবেও না সম্ভবত। স্বাস্থ্যবিধি, সামাজিক দূরত্ব মেনেই আমাদের জীবনকে এগিয়ে নিতে হবে। এদিকে অনেক অপেক্ষার পর করোনা ভাইরাসের ভ্যাকসিন আবিষ্কার হলো এখনও কেউ শতভাগ সফল হয়নি। তারপরও ঝুঁকি কমাতে সেসব প্রতিষেধকের ওপরই নির্ভর করে ভবিষ্যতের দিন গুনতে হচ্ছে মানুষকে। আর মেনে নিতে হচ্ছে, টিকা দিলেও প্রাত্যহিক জীবনে সচেতনতার কোনও বিকল্প নেই।

অনেক চিকিৎসক, পুলিশ সদস্য করোনার মধ্যে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সাধারণ জনগণের সুরক্ষা নিশ্চিত করছেন। অনেকে মৃত্যুবরণও করেছেন। এখনও প্রতিদিন অনেক মানুষ আক্রান্ত হচ্ছেন। মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছেন অনেক মানুষ। মারা যাচ্ছেন অনেকেই। মৃতুর মিছিলে প্রতিদিনই যোগ হয়েছে নতুন নতুন নাম। তবুও পেশাজীবীদের ঘরে বসে থাকার উপায় কোথায়! নিরপত্তা আর চিকিৎসা থেকে শুরু করে সব ধরনের জরুরি সেবার সৈনিকরা তাই সব ভয়কে উপেক্ষা করেই পালন করেছেন অগ্রগামী সৈনিকের ভূমিকা।

অনেক অসাধু ব্যবসায়ী মাস্ক, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, সাবান, হ্যান্ডওয়াশ, পিপিই-এর মতো জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়ে দিয়েছেন। বিভিন্ন দেশ থেকে আমদানি-রফতানির সব ধরনের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যাওয়ায় প্রায় সব দেশই কমবেশি ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। কোনো দেশের ওষুধের মজুদ কমে গেলে বা করোনা প্রতিরোধের জন্য অতি প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ঘাটতি হলে অন্য দেশ থেকে সেসব আমদানির প্রক্রিয়াও নানা রকম বাধার মুখে পড়ছে।

সময় কখনও থেমে থাকবে না। কোনো না কোনো একদিন আমরা আবার আমাদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যাব। করোনা মহামারি আর লকডাউন থেকে আমরা অনেক কিছু শিখেছি। বিপদে অর্জিত এ অভিজ্ঞতা ভবিষ্যতে এগিয়ে যাওয়ার কাজে লাগানো যাবে।



কোভিড-১৯ সংকটে গণমাধ্যমের ভূমিকা

তারানা তাবাসুম ভিয়াসা

করোনাভাইরাস বিপর্যয় মোকাবিলায় গণমাধ্যম সামনের সারিতে থেকে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। প্রাকৃতিক কিংবা মানবসৃষ্ট, সমাজের সকল অনিশ্চিত সময়েই মানুষ গণমাধ্যমের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। গণমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য আমাদের চিন্তাভাবনার জগৎকে আলোড়িত করে, যার প্রতিফলন আমরা দেখতে পারি আমাদের আচরণে।

জীবনের সাথে গণমাধ্যম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সময়টা যখন মহামারির, তখন মানুষ গণমাধ্যম থেকেই প্রথম প্রতি মুহূর্তের তথ্য পাচ্ছে। স্বভাবতই জনসাধারণ গণমাধ্যমের প্রতি আস্থাশীল এবং গণমাধ্যমের দায়িত্ব এ বিশ্বাসযোগ্যতা বজায় রাখা।

গণমাধ্যম ব্যক্তির সাথে সমাজের সম্পর্ক স্থাপনে সেতু হিসেবে কাজ করে। সমাজকে আমরা গণমাধ্যমের সৃষ্ট আয়না দিয়ে উপলব্ধি করি। সকল সামাজিক বিষয়ে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন হবে সেটাও নির্ভর করে গণমাধ্যমের ওপর। কোনটি সত্য আর কোনটি মিথ্যা - তাও নির্ধারণ করে দেয় গণমাধ্যম। প্রতিটি ব্যক্তির সম্মিলিত আচরণের ফলেই প্রভাবিত হয় সমাজ, তৈরি হয় নতুন চিন্তাভাবনা। তাই সামাজিক জীবনে গণমাধ্যমের ভূমিকা ও অবদানের কথা অস্বীকার করার অবকাশ নেই। বর্তমানে করোনাভাইরাস সবার জন্যই ভিন্ন পরিস্থিতি ও সংকটের সৃষ্টি করেছে। সাধারণ জনগণ জানে না বিশ্বে কী হচ্ছে কিংবা তাদের ভবিষ্যৎ কী হতে পারে। এমন সময় গণমাধ্যমই পারে আশাবাদী ও সঠিক তথ্য প্রচার করে সবাইকে সচেতন করতে। নতুন পরিস্থিতি মোকাবিলায় বেশিরভাগ মানুষই চিন্তিত। নিরাশা ও অবসাদগ্রস্ত হয়ে অনেকেই বুকির মধ্যে দিনযাপন করছেন। এ সময় গণমাধ্যমে প্রচারিত সংবাদে শব্দের ব্যবহার ও অসম্পূর্ণতা জনমনকে আতঙ্কিত করে তোলে।

দুঃখজনক ব্যাপার হলেও বৈশ্বিক দুর্যোগের এ সময়েও কিছু স্বার্থবাদী এবং মুনাফালোভী গোষ্ঠী নানাভাবে জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলছে। হঠাৎ করেই বাজারে দৈনন্দিন দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি হচ্ছে পরিমিত পরিমাণ মজুত থাকা সত্ত্বেও। আবার করোনা মোকাবিলার জন্য ফেস মাস্ক ব্যবহারের নির্দেশ দেয়ার পরপরই অস্বাভাবিক হারে এর দাম বেড়ে যায়। এমনকি মরণাপন্ন করোনা রোগীর প্রাণ বাঁচাতে ব্যবহৃত অতি প্রয়োজনীয় অক্সিজেনসহ অন্যান্য চিকিৎসাদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে। সাধারণ মানুষ

দুঃখজনক ব্যাপার
হলেও বৈশ্বিক
দুর্যোগের এ সময়েও
কিছু স্বার্থবাদী এবং
মুনাফালোভী গোষ্ঠী
নানাভাবে জনজীবনকে
বিপর্যস্ত করে তুলছে।
হঠাৎ করেই বাজারে
দৈনন্দিন দ্রব্যের
মূল্যবৃদ্ধি হচ্ছে
পরিমিত পরিমাণ
মজুত থাকা সত্ত্বেও...

যখন প্রতিনিয়ত এসব তথ্য জানতে থাকে, তখন তারা যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিতে বিভ্রান্ত হয়। তারা ভাবতে থাকে ভবিষ্যতে পণ্যের মূল্য আকাশচুম্বী হয়ে যাবে, তাই এখনই সবকিছু কিনে রেখে দেওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ। প্রয়োজন না হলেও এভাবে অধিকহারে পণ্য কেনার কারণে বাজারে পণ্যের ঘাটতি দেখা দেয়। বিক্রেতারারও সুযোগ বুঝে পণ্যের দাম বাড়িয়ে দেয়। ফলে ভুক্তভোগী হচ্ছে সমাজের মধ্যবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত এবং অসহায় মানবগোষ্ঠী।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে গণমাধ্যম দ্বারা মানুষের মনোভাব অনন্যভাবে নিয়ন্ত্রিত। কেবল তথ্য প্রচার করাই গণমাধ্যমের দায়িত্ব নয়। এমন কোনো তথ্য প্রচার করা

উচিত নয়, যার ফলে মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিতে উদ্যত হয়। আমার মতে, মানুষের দরকার ছাড়া বেশি বেশি পণ্য কেনার পেছনে গণমাধ্যমে প্রচারিত সংবাদ অন্যতম কারণ। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি ঠেকাতে জনগণ কী পদক্ষেপ নিতে পারে, সেই বিষয়ে গণমাধ্যম সরব ছিল না। কিন্তু যখনই কোনো পণ্যের দাম ও সংকট বৃদ্ধি পেয়েছে, সে খবরগুলো বিশেষ গুরুত্বের সাথে প্রচার হয়েছে গণমাধ্যমে। যে শিরোনাম মানুষকে প্রথম আকৃষ্ট করে, সেখানেই তীতির সঞ্চারণ করা হয়েছে অসম্পূর্ণ কথা দিয়ে। পণ্যের সংকট ও দাম নিয়ন্ত্রণে সরকারের ভূমিকার কথা উল্লেখ থাকলেও প্রথমেই নেতিবাচক তথ্য দিয়ে জনসাধারণকে প্রভাবিত করা হচ্ছে। এজন্য সংকটাপন্ন সময়ে মানুষের অধিকহারে পণ্যক্রয়ের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে সমাজে অসম বণ্টন সৃষ্টি করার দায় গণমাধ্যম এড়িয়ে যেতে পারবে না।

মানুষ বেঁচে থাকার জন্য প্রাচীনকাল থেকেই সংগ্রাম করে আসছে। সংকটাপন্ন অবস্থায় মানুষ আত্মকেন্দ্রিক হয়ে যায়। বেঁচে থাকার জন্য অপ্রয়োজনীয় ও অমানবিক কাজটিও অনেক সময় সে করে ফেলে। করোনাভাইরাস পরিস্থিতি মোকাবিলায় যখন লকডাউনের ঘোষণা এল, তখন সকল নির্দেশনা না শুনেই সুবিধাবাদী গোষ্ঠী পণ্য মজুদ করা শুরু করল। কাঁচাবাজারের শূণ্য বুড়ি থেকে সুপারস্টোরের সারি সারি শূণ্য তাকের ছবি গণমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছিল। যার ফলে জনমন আরও উদ্দিগ্ন হয়ে ওঠে। উচ্চবিত্ত মানুষেরা চিন্তিত হয়ে পড়ে যদি সব পণ্য শেষ হয়ে যায়! সে কারণে আগে থেকেই যত বেশি সম্ভব পণ্য কিনে তারা নিশ্চিন্ত থাকতে চায়।

অন্যদিকে সীমিত আয়ের লোকেরা চিন্তিত হয়ে পড়েন পণ্যের মূল্য আরও বৃদ্ধি পেয়ে সাধের বাইরে চলে গেলে তাদেরও দুর্ভোগ পোহাতে হবে। এজন্য উভয়পক্ষই সাধ্যমতো পণ্য মজুদ করতে থাকে। এ সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রকৃতপক্ষে ভুল হলেও মানুষ গণমাধ্যম থেকে পাওয়া তথ্যগুলোর প্রয়োগ এভাবেই করেছে। সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য গণমাধ্যমের সঠিক চর্চা জরুরি।

প্রকৃতপক্ষে নেতিবাচক তথ্য মানুষের মনে অধিক সংবেদনশীলতা তৈরি করে। অনিশ্চিত সময়ে মানুষ নেতিবাচকভাবেই বেশি প্রভাবিত হয়। যেখানে কোনো

শিল্পে মধ্যবিত্তের করোনাকালীন বাস্তবতা

জান্নাতী ফেরদৌসী মীম



ভিডিও আর্টের ক্যানভাসে মধ্যবিত্তের টিকে থাকার সংগ্রাম

ছবি: জান্নাতী ফেরদৌসী মীম

২০২০ সালের মার্চের ঠিক মাঝামাঝি সময়। কোথা হতে শুরু করব বুঝতে পারছি না! হয়তো সেই দুঃসময় নিয়ে ভাবতে চাইছি না। সবাই তখন জীবনঘাতী অদৃশ্য কোনো এক দানবের আক্রমণের শিকার। প্রিয়জনদের চোখের সামনে হারিয়ে ফেলা, তাদের বিদায়বেলায় ছুঁয়ে না দেখতে পারার যন্ত্রণা, অবহেলার দৃশ্য দেখার যন্ত্রণা - এমন অনেক কিছু আমাদের মনে নিতে হয়েছে। তবে কিছুই যেন থেমে নেই। জীবন তার নিয়মেই চলছে। কেউ চলে যাচ্ছে, দিন দিন লম্বা হচ্ছে মৃতের তালিকা। না খেয়ে, আধপেটা খেয়ে দিন পার করছে কেউ কেউ! তার জন্য যেন কারোরই মাথা ব্যথা নেই। এত কিছু দেখার পর, ভাবছিলাম বাসায় বন্দি থেকেও সীমিত সামর্থ্য আর আয়োজনে কী করা যায়।

করোনাকালীন সময়ে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মনিরুজ্জামান শিপু স্যারের 'কনভারজেন্স কমিউনিকেশন - ১' কোর্সের মাধ্যমে সুযোগ পাই ভিডিও আর্ট তৈরির। করোনাকালীন পরিস্থিতিতে সবচেয়ে খারাপ সময়টা পার করতে হয়েছে মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোকে। এ মানুষগুলো যেন পৃথিবীতে এসেছে লড়াই করে টিকে থাকার জন্য। তারা স্বপ্ন দেখতে চায় না কিংবা দেখতেই ভয় পায়। আমার প্রজেক্ট ছিল করোনা পরিস্থিতিতে মধ্যবিত্ত মানুষগুলোর টিকে থাকার সংগ্রাম নিয়ে। কেননা তারা মুখ ফুটে বলতে পারে না, হাত পেতে চাইতেও জানে না। নিম্নবিত্ত মানুষেরা সাহায্য পাচ্ছে বিভিন্ন সংস্থা থেকে। কিন্তু মধ্যবিত্ত বলতে একটি শব্দ যে আমাদের সমাজে আছে

সেটা আমরা প্রায়শ ভুলে যাই। তাই আমার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা ছিল তাদের না বলতে পারা কথাগুলো ভিডিও আর্টের মাধ্যমে সমাজের সামনে তুলে ধরা। শিল্পের মাধ্যমে চারপাশের মানুষের এ টিকে থাকার সংগ্রামকে ভিডিও আর্টের ক্যানভাসে ফুটিয়ে তোলার একটা প্রচেষ্টা ছিল কাজটি।

আমি আমার প্রজেক্টে নিজেই অভিনয় করেছিলাম। মধ্যবিত্ত পরিবারের একজন মেয়ের ভূমিকা ছিল সেটি। শুরুতেই দেখা যায়, মেয়েটি চারপাশকে ঘিরে কালোরঙের বেড়া জাল দিয়ে সেই সাথে তার পা দুটি তালাবদ্ধ করে শেকল দিয়ে আটকে দিয়েছে। এর মাধ্যমে করোনা সময়ের বন্দি অবস্থাকে বোঝাতে চেয়েছি। এরপর মেয়েটি তার সামনে রাখা খাবারের পাত্রগুলোর ঢাকনা তুলে খাবার খুঁজতে থাকে। কিন্তু কোনো খাবার না

পাওয়ার ফলে অস্বাভাবিক আচরণ করতে শুরু করে। মেয়েটি তার মুঠোফোন ব্যবহার করে সাহায্য চেয়ে বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজনকে বার্তা পাঠাতে চায়। কিন্তু মধ্যবিত্ত পরিবারের মানুষগুলো তো সাহায্য চাইতে কুণ্ঠাবোধ করে। তাই মেয়েটিও শেষমেশ সাহায্য চাইতে পারেনি। ক্ষুধায় মেয়েটি পেটে হাত দিয়ে কাতরাচ্ছে। নিজেকে বন্দি করে চাৰিটি ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে দূরে। তা না হলে তাকে ক্ষুধার যন্ত্রণা সহ্য না করতে পেরে ঘরের বাইরে পা ফেলতেই হবে। ঠিক এমনি ছিল আমার ভিডিও আর্টটি।

আমার মতে শিল্পীর মধ্যে শিল্পবোধ যেমন জরুরি, তেমনি অবশ্য প্রয়োজন সামাজিক দায়বদ্ধতা। আমাদের চারপাশের মানুষের মাঝে যে হাহাকার, যে আতর্নাদ, আমি চেয়েছিলাম কিছুসংখ্যক মানুষের কাছে সে বিষয়টি তুলে ধরতে। চেয়েছি আমার এ শিল্পকর্মটির মাধ্যমে দর্শকদের মধ্যবিত্ত পরিবারকে নিয়ে ভাবাতে। করোনা আক্রান্ত বিশ্বে টিকে থাকার লড়াইতে মধ্যবিত্তের সংগ্রাম নিয়ে সামান্য হলেও আলোকপাত করতে। ভিডিও প্রদর্শনীর পরে আমি যতটা ফিডব্যাক পেয়েছি তাতে আমি সন্তুষ্ট। আমি আমার চিন্তাভাবনা দিয়ে মানুষের মাঝে কিছুটা হলেও সাড়া জাগাতে পেরেছি। করোনাকালীন সময়ে এটা ছিল আমার কয়েকটি কাজের মধ্যে অন্যতম ভালো লাগার একটি কাজ।





কোভিড-১৯, কোয়ারেন্টিন, আইসোলেশন, পিপিই, লকডাউন - এ শব্দগুলোর সাথে আমরা সবাই কমবেশি পরিচিত। কিন্তু বছরখানেক আগেও কি আমরা এগুলোর সঙ্গে পরিচিত ছিলাম? উত্তর না-ই হওয়ার কথা। করোনাকালীন শব্দগুলো করোনা ভাইরাসের চেয়েও দ্রুত গতিতে ছড়িয়ে পড়েছে আমাদের টেলিভিশন, মোবাইলের স্ক্রিন কিংবা পত্রিকার পাতায়। যেন অপরিচিত শব্দের পরিচিত মিছিল।

ভাষায়ও রয়েছে কোভিড-১৯ ভাইরাসের প্রভাব। মহামারির এ সময়ে ফিরে এসেছে অনেক পুরাতন শব্দ, সংযোজন হয়েছে নতুন শব্দের। আমরা অনেক ভাষার অনেক শব্দই ব্যবহার করছি, যার অর্থ সম্পর্কে আমাদের তেমন কোনো ধারণা নেই। অনেক শব্দের অস্তিত্ব আগে থেকে থাকলেও তার প্রচলন ঘটে পরিস্থিতি অনুযায়ী। একসময়ের জনপ্রিয় ভাষার ধরন ও শব্দ বদলে যায় নতুন সময়ের আগমনে। যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হলে সে যুগের ভাষার ধরন জানা অপরিহার্য। করোনাভাইরাস এমনই ভিন্ন এক পরিস্থিতি নিয়ে এসেছে আমাদের জীবনে। মানুষের জীবনধারার সাথে ভাষা ও শব্দের ব্যবহারের পরিবর্তন হয়েছে বিশেষভাবে। করোনাকালে বাংলাদেশের গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যেসব ভাষা ও শব্দ বেশি ব্যবহারের প্রবণতা তৈরি হয়েছে তার মাঝে কিছু হলো-

করোনাভাইরাস, ভেন্টিলেশন, পিপিই, শ্বাসকষ্ট, কোভিড-১৯, রেম্পিরেটর, জনসচেতনতা, নভেল

করোনাকালের ভাষা ও আমরা

তারানা তাবাসসুম তিয়াসা

করোনা, আইসোলেশন, ফেস মাস্ক, এন৯৫ মাস্ক, মেডিকেল মাস্ক, কোয়ারেন্টিন, হ্যান্ডওয়াশ, স্যানিটাইজার, গ্লোবাল প্যান্ডেমিক, হাসপাতাল, আক্রান্ত, সংকট, মহামারি, আতঙ্ক, লকডাউন, কমিউনিটি স্প্রেড, করোনা পজিটিভ, ইনফেকশন, গ্রাউন্ড জিরো, পেশেন্ট জিরো, উহান, চিকিৎসা, চিকিৎসক, নিরাপত্তা, টেস্ট, ভ্যাকসিন, প্রতিরোধক, স্বাস্থ্যকর্মী, সংক্রমণ, প্রাদুর্ভাব, সুরক্ষা, প্রতিরক্ষা, জনসচেতনতা, ইমিউনিটি, ক্লিনিকাল ট্রায়াল, করোনা আপডেট, ইনকিউবেশন, পিরিয়ড/সুপ্তকাল, আউটব্রেক, স্ক্রিনিং, স্প্যানিশ ফ্লু, হাঁচি-কাশি, জরুরি অবস্থা, অক্সিজেন, সরবরাহ, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ইউনিসেফ, উপসর্গ, দ্রুত বিস্তার, নীতিমালা, নিষেধাজ্ঞা, প্রবাসফেরত, সামাজিক দূরত্ব, রেডজোন, রেড এলাট, স্বাস্থ্যবিধি, মানসিক স্বাস্থ্য, অনলাইন শিক্ষাব্যবস্থা, ভার্চুয়াল মিটিং, পরামর্শ, নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি।

এ শব্দগুলোর ব্যবহার আমাদের জীবন ও চিন্তাভাবনার জগৎকে নতুনত্ব দিয়েছে। মানুষকে চলমান পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত রাখতে ও সবাই যেন নিজেদের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করতে পারে সে জন্যই এসকল শব্দের পুনঃসংযোজন হয়েছে প্রায় সব মাধ্যমে। আমাদের দৈনন্দিন ও সামাজিক জীবনে আমরা অহরহ এর প্রতিফলন দেখতে পাই। এত অল্প সময়ে এতগুলো শব্দের আবির্ভাব বা পুনরাবির্ভাব আমাদের ভাষার জগতে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। এসব শব্দের ব্যবহারের মাধ্যমে বর্তমান

▶ বাকি অংশ পৃষ্ঠা ৯, কলাম ১



যেন ফিরে যাচ্ছি আপন নীড়ে



প্রাণের বন্ধনে মিলব সবাই পুরোনো উল্লাসে

ওদের সাথেও তো কত গল্প করা বাকি ছিল! প্রাণের সেই গোলচতুরে আবারও সবাই মিলে উল্লাসের গান গাইব। কেউ সুরে, কেউ বেসুরো গলায় তৈরি করবে অদ্ভুত এক ঐকতান। গিটারের সুরের সাথে প্রকৃতির রঙ মিলেমিশে একাকার হয়ে যাবে। আবারো টংঘরে সিঙারা হাতে গল্প জমে উঠবে। চায়ের কাপে লেগে থাকবে শত অভিমান। হুট করে বন্ধুরা এসে কোকের বোতলটা হাত থেকে কেড়ে নিয়ে ছুটে সবুজের মাঝে মিশে যাবে। ক্লাসে লেকচার শুনতে শুনতে ক্লাস্তি চলে আসলে জানালা থেকে উদাস দৃষ্টিতে চেয়ে থাকব দূরের কৃষ্ণচূড়া গাছের দিকে। লাল আগুনজ্বলা ফুলগুলো ক্লাস্তি কাটিয়ে সতেজতা এনে দেবে প্রাণের মাঝে। হয়তো সেই প্রিয় বড় আপুটির সাথে আর দেখা হবে না। খুঁজে পাব অপরিচিত কিছু জুনিয়র ভাই বোনের মুখ। নিজেই তখন সেই বড় আপুর মতো অনেক দায়িত্ববান মনে হবে। ওদের মন খারাপের গল্প শুনব, কঠিন লেকচারগুলো সহজ করে বুঝিয়ে দেব। সময়ের অদ্ভুত পালাবদলে নিজেকে আবিষ্কার করব একটা নতুন মোড়কের আদলে।

প্রাণের প্রিয় শিক্ষকদের কথা আর ডিভাইসের মাধ্যমে শুনতে হবে না। শুনতে হবে না ভিডিও বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়েছে শিক্ষার্থীরা! সময় এলে এবার উল্টো ল্যাপটপ, মোবাইলগুলো কোয়ারেন্টিনে পাঠিয়ে দেব। বেরিয়ে আসব এতদিনের যান্ত্রিক জীবনকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে জীবনের জয়গান গাইতে গাইতে। গিটার হাতে দুরন্ত যে বন্ধুটা ক্লাস ফাঁকি দিয়ে মাঠের মাঝে ঘুরে বেড়াতো, ওকেও ক্লাসের এক কোনায় দেখতে পাব। ক্লাসের সবচেয়ে অমনোযোগী ছাত্রটাও মনোযোগ দিয়ে ক্লাসের লেকচার শুনবে। আগে যে বিষয়গুলো ছিল খুব অপ্রিয়, অদ্ভুত এক মনস্তাত্ত্বিক রসায়নে সেগুলোকেই যেন একটু বেশিই মিস করছি আমি, কিংবা আমার মতো সবাই। প্রিয় জিনিস ফিরে পাওয়া একটা অন্যরকম অনুভূতি, সেটা হয়ত ক্যাম্পাসের ব্যস্ত সময়ের মাঝে বুঝতে পারিনি। এখন বুঝতে পারি ক্যাম্পাস, আড্ডা, জীবন, স্বপ্ন সবকিছুই একে অপরের সাথে গাছের শিকড়ের মতো আটকে থাকে। নিত্যদিনের সেসব প্রিয়-অপ্রিয়গুলোকে হারিয়েই যেন গভীর হচ্ছে মনের ক্ষত।

প্রকৃতির ছায়ায় ঘিরে থাকা ক্যাম্পাসে যেদিন ফিরে যাব সেদিন যেন করোনাকে জয় করে স্বস্তির নিঃশ্বাস নিতে পারি। খোলা মাঠে যেন দম ফেলে ছুটেতে পারি, বন্ধুদের আলিঙ্গন করতে পারি, শিক্ষকদের স্নেহের পরশ পেতে পারি। আর লাল উঁচু দালান, ক্লাসের চেয়ার-টেবিলগুলো যেন ছুঁয়ে দেখতে পারি। এতটুকুই তো আকাঙ্ক্ষা।

জান্নাতী ফেরদৌসি মীম

করোনাকালীন দীর্ঘ একটা দুঃস্বপ্নের পথ পাড়ি দিয়েছি। প্রতিদিনের মতো নিয়ম করে ক্যাম্পাসে পা রাখতে হয়নি। হুট করে পেছন থেকে বন্ধুরা এসে জড়িয়ে ধরেনি। হাত থেকে চায়ের কাপ কেড়ে নিয়ে চুমুক দেয়নি। একসাথে জড়ো হয়ে লাইন ধরে বাসের সিটের জন্য অপেক্ষা করতে হয়নি। ক্যান্টিনে খাবার প্লেট হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা কিংবা টংঘরে হুড়েহুড়ি করে চা, সিঙারা খাওয়া হয়নি। এ মুহূর্তগুলো মাঝে মাঝে খুব বিরজিকর মনে হতো। সিগারেটের ধোঁয়াটে টং ঘরে যেতে কেমন একটা অস্বস্তিবোধ হতো। ভয়ানক জ্যাম পেরিয়ে ক্লাস করতে যাওয়াটা একসময় যতটা খারাপ লাগতো, করোনা এসে সবকিছুকে বদলে দিয়েছে। বরং এখন সেই জ্যামে জটে ঘামে ভেজা শহর আর শহরের মানুষগুলোকেই যেন খুব বেশি মিস করছি।

দীর্ঘ অপেক্ষা, কবে ফিরে যাব প্রাণের আঙিনায়! অনেকটা জ্যাম পাড়ি দিতেও যেন রাজি আছি। টং ঘরের সিগারেটের ধোঁয়ার অস্বস্তিবোধটা বোধ হয় আর নেই। পুরো ক্যাম্পাস জুড়ে ছোট ছোট কুকুরছানাগুলো ঘুরে বেড়াতে। না জানি ওরা এখন কত বড় হয়ে গেছে!



প্রাণের স্পন্দন হারানো ক্যাম্পাস আর করিডোর ফিরে পাবে তার হারানো সৌন্দর্য



করোনার ঘেরাটোপে অনেকটা এমনই হয়ে ওঠে আমাদের পারস্পরিক যোগাযোগ

ছবিসূত্র: ইন্টারনেট

করোনাকালের ভাষা ও আমরা

► পৃষ্ঠা ৭ এর পর

পরিষ্কৃতির সাথে মানিয়ে নেয়ার অনন্য এক পদ্ধতি তৈরি করেছে আমরা। যেমন- আগে ভাইরাস, স্বাস্থ্যবিধি, নীতিমালা ইত্যাদি শব্দ শুনলেও আমরা খুব একটা চিন্তা করতাম না। কিন্তু এখন এ শব্দগুলোই আমাদের শ্রবণ ও দৃষ্টি আকর্ষণে সবচেয়ে এগিয়ে। বহুল ব্যবহৃত শব্দগুলো এখন আমরা গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করি। এমনকি আমাদের দৈনন্দিন আলোচনার বিষয়ের মূলেও এখন এ শব্দমালার আনাগোনা থাকে, যা আগে ছিল না।

ঐতিহাসিকভাবে সংকট এবং জরুরি সময়কাল শক্তিশালী শব্দ নিয়ে আসে মানবজীবনে। আঠারো শতকে যক্ষ্মা বা কলেরার মহামারি এবং বিংশ শতকের বিশ্বযুদ্ধ এর উদাহরণ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এরকম দুঃসময়ে ভাষা এবং শব্দ মানুষকে নতুন করে ভাবতে শেখায়, আচার-আচরণকে প্রভাবিত করে। বর্তমান করোনা পরিস্থিতিতেও আমরা এর পুনরাবৃত্তি দেখতে পাই। বিশেষ কিছু শব্দ আমাদের মাঝে প্রাধান্য পেয়েছে। কখনও এসব শব্দ আমাদের মনে ভয় জাগায়, আবার কখনও আশার সঞ্চার করে। বারবার আশঙ্কা,

মহামারি, জরুরি অবস্থা, আক্রান্ত, মৃত্যু - এ শব্দগুলো শুনলে অজান্তেই বিপদের কথা ভেবে মানসিক স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে। আবার সুরক্ষা, নিরাপত্তা, স্বাভাবিক, করোনাজয় - এ শব্দগুলো আমাদের মনে নতুন দিনের অনুপ্রেরণা জোগায়। এজন্য শব্দের ব্যবহারে বিশেষ যত্নশীল হওয়া উচিত গণমাধ্যমকর্মীদের। পরিস্থিতির ভয়াবহতা জনগণের কাছে এমন ভাষা দিয়ে উপস্থাপন করতে হবে যেন কেউ মানসিকভাবে ভেঙে না পড়ে।

যেহেতু কোভিড-১৯ মহামারি এবং পুরো বিশ্বে ছড়িয়েছে, তাই এর সম্পর্কে প্রচারে চিকিৎসা বিষয়ক এবং বিদেশি শব্দ বেশি ব্যবহার হচ্ছে। কোয়ারেন্টিন, আইসোলেশন, লকডাউন শব্দগুলো যখন প্রথম প্রচার শুরু হয় অনেকেই সে সময়ে করণীয় কী তা জানত না। তাই নিজের অজান্তেই তারা নিয়ম অমান্য করে আক্রান্ত হয়েছেন করোনায়। এ অবস্থা দেখে আমরা বুঝতে পারি, এসব বহুল ব্যবহৃত ভাষা ও শব্দের সঠিক প্রয়োগ কতটা গুরুত্বপূর্ণ। এ শব্দগুলো বাংলায় যদি সকলের বোঝার মতো করে ব্যবহার করা হতো, যেমন- ঘরে থাকুন, আলাদা থাকুন, বাইরে বের হওয়া মানা, তাহলে হয়তো সর্বস্তরের মানুষের বোধগম্য হতো।

কোভিড-১৯ সংকটে...

► পৃষ্ঠা ৫ এর পর

নিশ্চয়তা নেই সেখানে সাহস, যুক্তি ও সুবিবেচনার ঘাটতি থাকে। এমন পরিস্থিতিতে গণমাধ্যম জনসাধারণকে সচেতন করতে পারে।

করোনাভাইরাস সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য অতিরঞ্জিত তথ্য প্রচার করা উচিত নয়। ভীতিসঞ্চার ছাড়া ইতিবাচকভাবেও সচেতনতা বৃদ্ধি করা যায়। এ বিষয়ে গণমাধ্যমকর্মীদের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। সাংবাদিকদের এমনভাবে সংবাদ প্রচার করতে হবে যেন তা সামাজিক বিশৃঙ্খলা তৈরি না করে। অতিরঞ্জিত সংবাদ প্রচার করে মানুষকে আতঙ্কিত করে জনপ্রিয়তা লাভ সাংবাদিকতার উদ্দেশ্য নয়। অনিশ্চিত সময়ে রিপোর্টিং-এর ক্ষেত্রে সংবাদের প্রতিটি শব্দ জনমনে কী প্রভাব ফেলবে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা দরকার।

বর্তমান সময়ে শহর থেকে শুরু করে গ্রামাঞ্চলে গণমাধ্যমের সহজলভ্যতার জন্য সর্বস্তরের মানুষ প্রভাবিত হচ্ছে। তাই দুর্যোগে সাংবাদিকদের শুধু সঠিক সংবাদ প্রচারে সীমাবদ্ধ থাকলেই চলবে না, দুর্যোগ মোকাবিলা ও করোনা পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে নেয়ার উপদেশও দিতে হবে। সামাজিক শৃঙ্খলা ও সমতা বজায় রাখতে জনগণকে সচেতন করতে হবে। মানুষকে ভুল পথে পরিচালিত করা যাবে না। এমনভাবে সংবাদ উপস্থাপন করতে হবে যেন সাধারণ মানুষের মনে ভীতিসঞ্চার না করে। গণমাধ্যম মানুষকে উদ্বিগ্ন করতে পারে, আবার এ উদ্বিগ্নতা থেকে মুক্তির পথও তৈরি করে দিতে পারে। গণমাধ্যমের দায়িত্ব কিন্তু দ্বিতীয়টি, প্রথমটি নয়।



কম্পিউটার গ্রাফিকসের ত্রিমাত্রিকতায় করোনাভাইরাসের কাল্পনিক চিত্র

ছবিসূত্র: ইন্টারনেট



করোনার শব্দ ধাঁধায় বাঁধা পড়ছে মানুষ

জান্নাতি ফেরদৌসি মীম

ভাষা হচ্ছে মানুষের ভাব প্রকাশের মাধ্যম। নদী যেমন চলার পথে বাঁক নেয় তেমনি ভাবে অনাদি কাল থেকে ভাষা ও তার শব্দ পরিবর্তিত হচ্ছে আমাদের চিন্তাভাবনা, সংস্কৃতি এবং শব্দের নিত্য নতুন ব্যবহারের মধ্য দিয়ে। ভাষার গতিবিধি বদলে যাবার নানা চিরন্তন উপায় বেশ সময়সাপেক্ষ। সে তুলনায় আধুনিক যুগে গণমাধ্যম কিংবা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ফলে ভাষারীতির পরিবর্তন কিংবা ভাষায় নতুন শব্দসংযোজনের যে প্রক্রিয়া তা অপেক্ষাকৃত অনেক দ্রুত। পাশাপাশি শব্দ জানার কৌশলও পরিবর্তিত হয়েছে বিভিন্ন রূপে। ঠিক এ মুহূর্তে পুরো বিশ্ব দাঁড়িয়ে আছে এক অনাকাঙ্ক্ষিত মহামারির সম্মুখে। আর তাকে ঘিরেও জমে উঠেছে অদ্ভুত এক শব্দের ধাঁধা।

বাংলাদেশে কোভিড-১৯ এসেছে ২০২০ সালের মার্চ মাসের মাঝামাঝি সময়ে। এ মহামারির সম্মুখীন হয়ে মানুষ যতটা না আতঙ্কিত হয়েছে, বরং তার থেকে বেশি আতঙ্কিত গণমাধ্যম কিংবা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যবহৃত নতুন নতুন ভাষা ও শব্দগুলোর সাথে পরিচিত হতে গিয়ে। মহামারিকে ঘিরে গণমাধ্যম এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বহুল ব্যবহৃত শব্দগুলোর মধ্যে- প্যাডেমিক, আইসোলেশন, সেফ আইসোলেশন, লকডাউন, কোভিড-১৯, কোয়ারেন্টিন, কমিউনিটি স্প্রেড, পিপিই (পারসোনাল প্রটেক্টিভ ইকুইপমেন্ট), মেন্টাল হেলথ, সোশ্যাল ডিস্ট্যান্স, কোমরবিডিটি, ইমিউনিটি বিশেষভাবে আলোচিত। এ শব্দগুলো বাংলা ভাষাভাষী মানুষের কাছে একেবারেই নতুন। তাই শুরু দিকে নতুন সংযোজন হওয়া এ শব্দগুলোর বিষয়ে জনমনে লক্ষ্য করা গেছে মিশ্র প্রতিক্রিয়া। কাউকে যেমন দেখা দেছে শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ খুঁজে পেতে ক্লান্ত হতে। কেউ কেউ আবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের এদিক সেদিক চোখ বুলিয়ে ভুলভাল একটা অর্থেই নিজেকে নিবৃত্ত রেখেছে।

‘করোনাভাইরাস’ শব্দটি যখন প্রথম বাংলাদেশে আসে

মহামারির সম্মুখীন হয়ে মানুষ যতটা না আতঙ্কিত হয়েছে, বরং তার থেকে বেশি আতঙ্কিত গণমাধ্যম কিংবা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যবহৃত নতুন নতুন ভাষা ও শব্দগুলোর সাথে পরিচিত হয়ে। মহামারিকে ঘিরে গণমাধ্যম এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বহুল ব্যবহৃত শব্দগুলোর মধ্যে- প্যাডেমিক, আইসোলেশন, সেফ আইসোলেশন, লকডাউন, কোভিড-১৯, কোয়ারেন্টিন, কমিউনিটি স্প্রেড, পিপিই (পারসোনাল প্রটেক্টিভ ইকুইপমেন্ট), মেন্টাল হেলথ, সোশ্যাল ডিস্ট্যান্স, কোমরবিডিটি, ইমিউনিটি বিশেষভাবে আলোচিত

তখন মানুষ বেশি আতঙ্কিত হয়ে পড়ে শব্দটির সাথে পরিচিত ছিল না বলে। এরপর আসে ‘লকডাউন’ শব্দটি, যেটির সাথে খুব বেশি মানুষ পরিচিত ছিল না। বাঙালি কারফিউ মানে খুব সহজেই বুঝতে পারে। কিন্তু তারই সমার্থক শব্দ ‘লকডাউন’ যেন একেবারেই অপরিচিত সবার কাছে। এ লকডাউন মানে যে একেবারেই নিজেকে ঘরবন্দি করে ফেলা, সেটা আমাদের দেশের অধিকাংশ নিম্ন আয়ের মানুষের বোঝা ও জানার বাইরে।

ভাষা ও শব্দ কীভাবে আমাদের চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করছে সেটা বোঝাতে আরও একটি উদাহরণ দিতে চাই। যদি ‘ভেন্টিলেটর’ শব্দটির কথা বলি, এটা আমাদের অনেকের কাছে একেবারেই অপরিচিত। কিংবা অনেকেই শুনে মনে করতে পারে ঘরের কক্ষের ভেন্টিলেটরের কথা বলা হচ্ছে, যেটা দিয়ে সহজেই বাতাস চলাচল করতে পারে। জটিল এ শব্দগুলো না বুঝতে পারাটাই স্বাভাবিক। খুব কম সংখ্যক মানুষ ভেন্টিলেটর সম্পর্কে জেনে থাকবেন। কোভিড-১৯ এ যে ভেন্টিলেটরের কথা বলা হয়েছে তার সহজ মানে হচ্ছে অবাধে বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা। অর্থাৎ শ্বাস-প্রশ্বাসের শারীরিক প্রক্রিয়া, বাতাস থেকে অক্সিজেন গ্রহণ এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে কার্বন ডাই অক্সাইড মুক্ত করার প্রক্রিয়া।

এসব অজানা শব্দ ও ভাষা মানুষের জীবনযাপনে ও আচার আচরণে নিয়ে এসেছে আমূল পরিবর্তন। কারণ এ মহামারিতে যখনই আমরা কোনো সংবাদপত্র পড়ি কিংবা টেলিভিশনে সংবাদ দেখি, তার অধিকাংশই কোভিডকে কে ঘিরে। এ সংবাদগুলো এবং সংবাদে ব্যবহৃত শব্দগুলো মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর নানা প্রভাব বিস্তার করছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে সচেতনতা তৈরির বিষয়টি যে কার্যকর হয়ে ওঠেনি তা বলা উচিত হবে না। কিন্তু তার পাশাপাশি কোভিড বিষয়ে শঙ্কা সৃষ্টির ও প্রবল মানসিক চাপ তৈরির মাধ্যমে মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাব তৈরি করেছে এমনটাও লক্ষ্য করা গেছে হরহামেশা।



করোনায় সংকটে কোয়াল সম্প্রদায়

মহামারি করোনায় গাইবান্ধার সাঘাটা উপজেলায় অন্যান্য পেশাগুলোর মতো বিলুপ্ত প্রায় কোয়াল পেশাকেও বিপর্যস্ত করেছে। কোয়ালিরা মূলত গৃহস্থের বাড়ি বাড়ি ঘুরে গবাদিপশুর রোগবালাই সারাতে মঙ্গলগীত গেয়ে থাকেন। গোয়াল ঘরে সিঁদুরের ফোঁটা দিয়ে এবং গাছান্ত ওষুধ দিয়ে গৃহস্থের কাছ থেকে প্রণামি হিসেবে ধান-চাল কিংবা গম নিয়ে আয়ের সংস্থান করেন। লকডাউনের কারণে কোয়ালিরা গত কয়েক মাস ধরে কার্যত গৃহবন্দি, বন্ধ হয়ে গেছে আয়। এ পেশার সাথে জড়িত অনেকেই বাধ্য হয়ে জীবন বাঁচাতে ভিন্ন পেশায় চলে যাচ্ছেন। আর যাদের সে উপায়টুকুও নেই তারা কর্মহীন হয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছেন।

চলমান এই বৈশ্বিক মহামারির আগেও উত্তরবঙ্গে এ কোয়ালিদের সরব উপস্থিতি ছিল। তারা হিন্দু-মুসলিম সবার বাড়িতেই যেতেন। কাঁধে বড় থলে নিয়ে সকাল থেকেই ছুটে চলতেন এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে। থলের একদিকে থাকে গাধার পিঠে বসানো সিঁদুর মাখানো শীতলা দেবির মূর্তি। এই মূর্তিকে বসন্তবুড়ি বা গোরখনা বলা হয়। আর থলের অপর প্রান্তে থাকে একটি ডালা, যাতে থাকে গৃহস্থের বাড়ি থেকে উঠানো ধান-চাল। কোয়ালিরা ঘরের দরজার সামনে বসে কাঁসার মন্দিরা বাজিয়ে পুঁথি পাঠের সুরে গরুর মঙ্গলগীত গেয়ে থাকেন। এ গানে মূলত গোরক্ষনাথের মাহাত্ম প্রচারিত হয়। পাশাপাশি এ গীতের মধ্যে

মামুর হাত ধরি এ পেশায় আছি,
হামার পাড়াত মুই একন একলাই
এই পেশাত আচং। ছেলে দুকনে
নাপিতের কাজ করে। করোনা
ফরোনা মরার উপরত খারা ঘাউ
হইছে, করোনার জন্যে এখন
আর আগের মতো কামাই
ওজগার নাই। সবাই অগ্রহ
হারাই ফেলচে। করোনা
হামরাগুলোে বুঝি শ্যাষ হয় যামো
বাহে, কাই বাচাইবে হামাক?



থাকে গৃহস্থ বাড়ির রমণীদের উদ্দেশ্যে কিছু সাবধান
বাণী। যেমন:

‘সকাল বেলা হয়ে যেবা গোবর ফ্যালায়,
গোরক্ষনাথ ওই গোয়ালেতে বার মাস রয়।

গোবর ফ্যালায়া যেবা বেড়ায় মোছে হাত,
ছয় মাসের গর্ভ গাভির হয়ে যায় পাত।

শনিবারে মঙ্গলবারে হলদি বিলায়,
তাহার ঘরের লক্ষ্মী ছাড়িয়া পালায়।

গোয়াল ঘরে গিয়া যদি ঝাড়িয়া বান্দে চুল,
তাহার ঘরের গরু-বাহুর করে চুলা চুল।

গোবর নাড়িতে যেবা করে ঘিনা ঘিন,
তাহার গইলের গরু টেকে অল্পদিন।’

মহামারিতে এ অঞ্চলে কোয়ালিদের তেমন দেখা পাওয়া
যাচ্ছে না। কাজ হারানো মানুষগুলো কোথায় গেছে জানে
না কেউই।

জেলা সমাজসেবা অধিদফতরের উপ-পরিচালক এমদাদুল
হক প্রামাণিক বলেন, ‘এই পেশা বিলুপ্তির জন্য শুধু
করোনা মহামারি দায়ী নয়। উপজেলা সদরে এখন পশু
চিকিৎসালয় হয়েছে। মানুষ এখন আধুনিক চিকিৎসা
পদ্ধতি সম্পর্কে অনেক সচেতন। তাছাড়া আগের মতো
আর গোয়াল ভরা গরু, গোলাভরা ধান নেই কৃষকের
ঘরে।’

কোয়ালিরা জানান, এখনও যারা এ পেশা আকড়ে ধরে
আছেন তা শুধু মায়ার টানে। সাঘাটার পাচিয়ারপুর গ্রামে
কথা হয় সল্লুনাথ কাপালির সাথে। তিনি বলেন, ‘মামুর
হাত ধরি এ পেশায় আছি, হামার পাড়াত মুই একন
একলাই এই পেশাত আচং। ছেলে দুকনে নাপিতের
কাজ করে। করোনা ফরোনা মরার উপরত খারা
ঘাউ হইছে, করোনার জন্যে এখন আর আগের
মতো কামাই ওজগার নাই। সবাই অগ্রহ হারাই
ফেলচে। করোনা হামরাগুলোে বুঝি শ্যাষ হয়
যামো বাহে, কাই বাচাইবে হামাক?’

লেখা ও ছবি:

মো. রায়হান কবির শুভ্র

কোভিডে আজন্মে

জান্নাতী ফেরদৌসী মীম

ইচ্ছা শক্তির ডানায় ভর করে সকল বাধা-বিপত্তিকে
পদাঘাতে সরিয়ে এগিয়ে যাবার নামই তো জীবন। জীবন
তো তাই থেমে থাকার নয়, জীবন এগিয়ে চলার।
ইউল্যাবের শিক্ষার্থীরাও থেমে থাকেনি। তারা স্বপ্ন দেখেছে
নতুন দিনের, আশায় বুক বেঁধেছে সোনালি ভোরের!
তাদের আজকের সাফল্যে আলোকিত হয়েছেন তারা
নিজেরা, আগামীর সাফল্যে আলোকিত হবে পৃথিবী।
কবি সুরত নন্দী যথার্থই লিখেছেন:

ইচ্ছাই শক্তি, ইচ্ছাই মুক্তি,
ইচ্ছার কাছে নত সকল বাধা বিপত্তি।



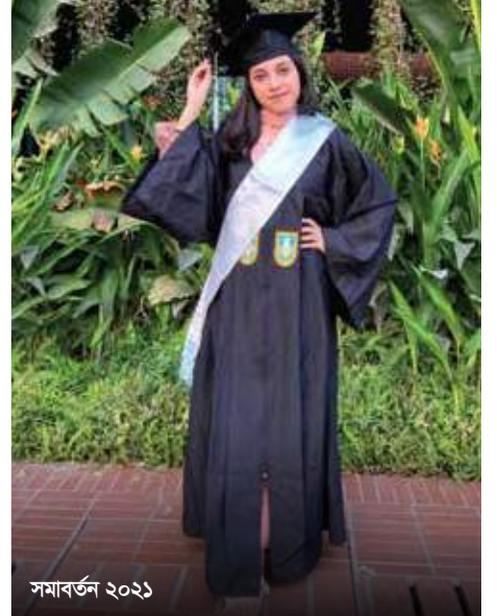
সমাবর্তন ২০২১



সমাবর্তন ২০২১



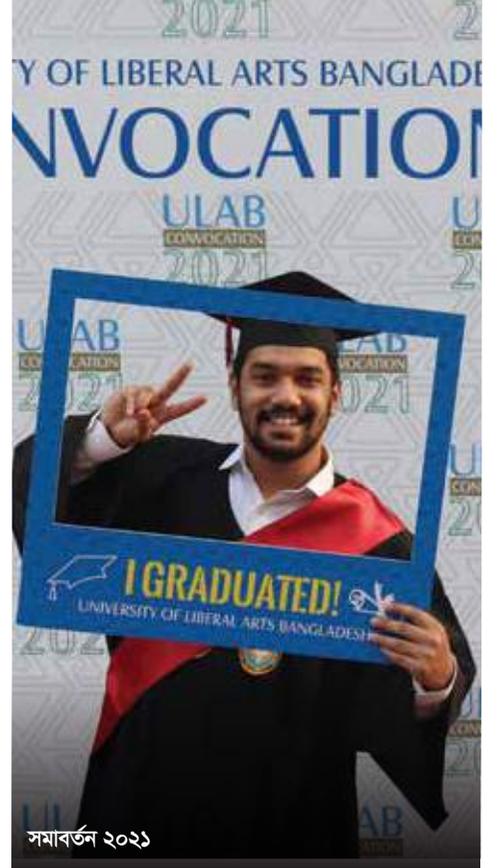
সমাবর্তন ২০২১



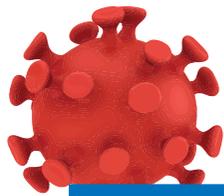
সমাবর্তন ২০২১



সমাবর্তন ২০২১



সমাবর্তন ২০২১



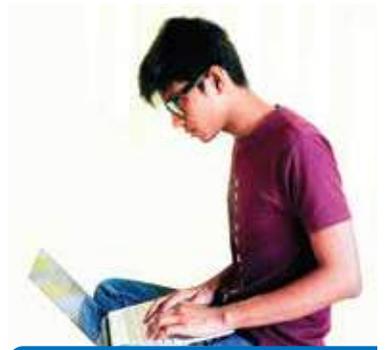
**SPECIAL
COVID
Edition**

Articles on COVID-19 inside



the
ULAB *ian*

A Student *Mouthpiece*



Communication during... ● Page 5

msj.ulab.edu.bd/bss/ulabian, December 2021, Paush 1428, Jamadul Awal 1443, 688 Beribadh Road, Mohammadpur, Dhaka, Bangladesh.



Pandemics through the Ages: Reflection in Short Stories

Photo: Ashraful Islam Adib

There are pandemics every century.

Taranna Tabassum Tiasha

Short stories hold an overpowering impact on our minds. They have the force that never fail to fascinate us with their sui generis plots and short-lived characters. The following seven stories, despite being written at different times by different writers, appear to be on the same wavelength. The stories will help us divulge our minds into our respective colourful fictional worlds in the midst of the coronavirus pandemic, when hope is hard to come by.



Photo: Internet

The Last Leaf by O'Henry

The tale in "The Last Leaf" is set in a period when pneumonia was prevalent. The entire world was in agony and misery. When a young artist's friend was already counting down the days before her death, he encouraged her to hope against hope. They decided to discover a modern world after the outbreak and celebrate the new beginning. The story teaches us that even if a light of hope is dimming, it can still make you powerful.



Photo: Internet

The Masque of the Red Death by Edgar Allan Poe

The plot of "The Masque of the Red Death" revolves around a pandemic in which everyone was petrified. They went to great lengths to escape death. However, we are all pawns in the hands of destiny. No matter how hard we try, we will never be able to escape our fate. Along with the concept of surrendering to chance, the author has also addressed concerns such as social inequality or class system and how the Red Death, the dangerous plague, affects everyone in this book.

The Ones Who Walk Away from Omelas by Ursula K. Le Guin

The short metaphysical narrative in "The

Ones Who Walk Away from Omelas' is set in the utopian city of Omelas where everybody is happy and safe. However,

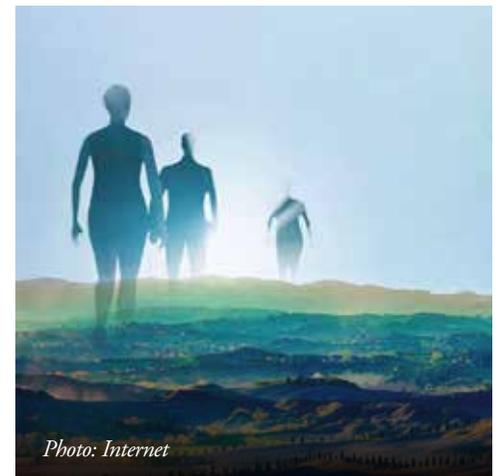


Photo: Internet

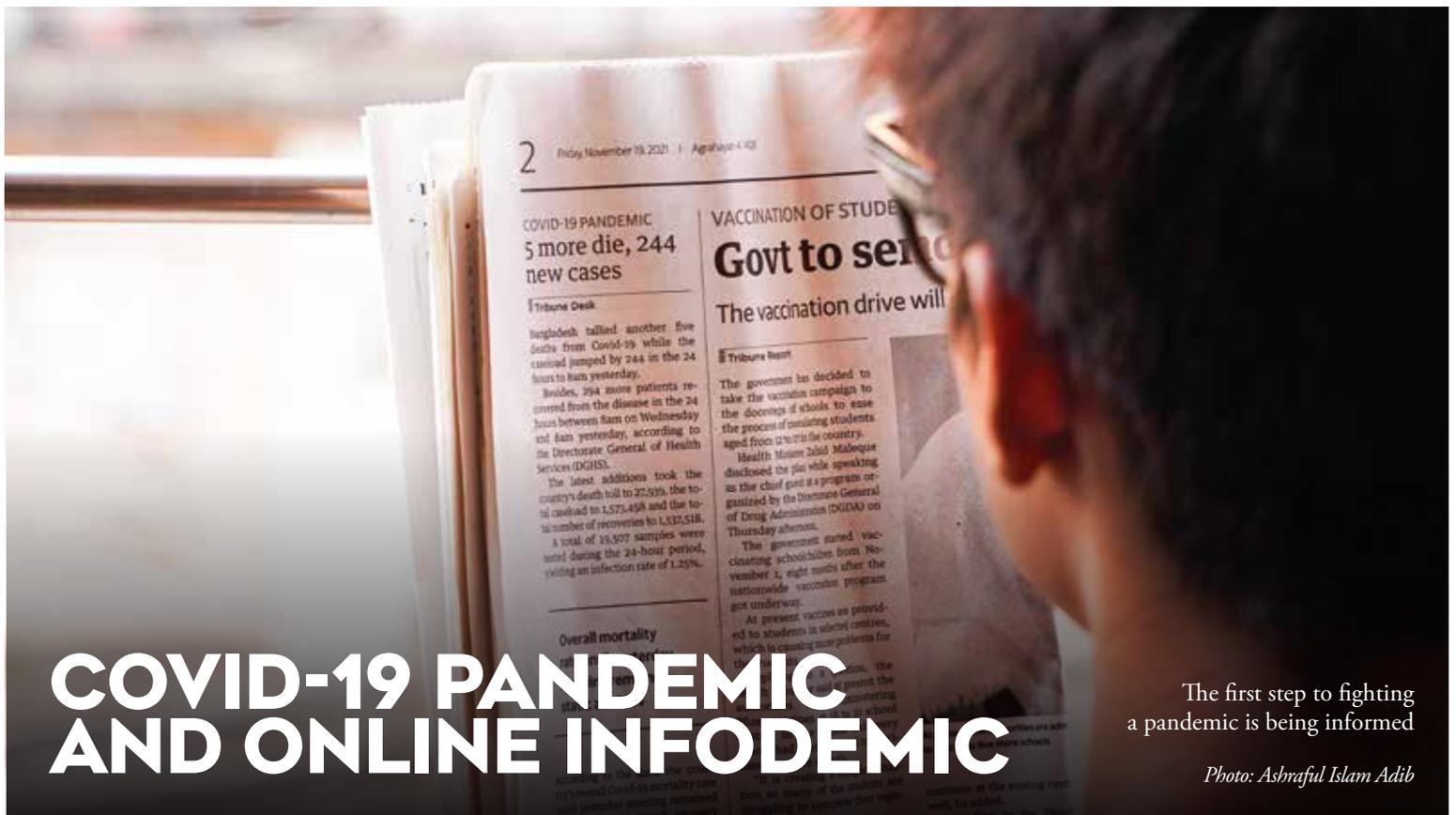
there is a hidden secret: in order to be happy, one must suffer in perpetuity. Unfortunately, we still love all the good stuff that leaves many innocent people in the dark.



Photo: Internet

To Build a Fire by Jack London

Cont. on Page 3, Column 1



COVID-19 PANDEMIC AND ONLINE INFODEMIC

The first step to fighting a pandemic is being informed

Photo: Ashraful Islam Adib

Shanjida Akter Sweety

We all know that the world has been facing a new epidemiological problem with the emergence of the novel coronavirus for the past two years. The deadly virus broke out in China in late 2019 and in Bangladesh in early March 2020. Since it is a highly contagious virus, our government decided to shut down schools, colleges, universities, small private companies, cinema halls and all places of public gathering. Before the outbreak of the virus, we all were outbound, visiting relatives and friends, different institutions, mosques and many more places. We used to stand closely or tightly, give hugs or even shake hands with others. But in striking contrast, coronavirus has kept us housebound. For months, we were not allowed to go outside our dwelling places unless an emergency struck.

A tectonic shift we see in the way of life, living and lifestyle. Coronavirus is the game-changer. Its impact was already being felt across the world. The virus has totally changed the way we communicate. In recent times, digital platforms or social media have become our key communication tool. We have turned from physical reality to virtual reality. In the changed reality, we now communicate with each other via Facebook, Instagram, Imo, Viber, Twitter, Messenger, WhatsApp, Skype, Zoom, Meet, Duo and the like. We chat and share myths and facts in cyberspace, which is collectively called a global village. And here comes an infodemic!

Coronavirus was widely discussed on social media more than anything else for the tentacles of forms and variants it spreads.

The panicked netizens delved to discuss its symptoms, precautions, cure, treatment, number of countries affected and that of casualties and caseload. They talked about self-quarantine, self-sanitising, lockdown, what to do in quarantine, how to stay safe from this deadly virus, what methods or habits we should develop to stay healthy. Many net-users also talked about government steps to stop this virus from spreading and tried to spread awareness through social media of our collective responsibility to stand by the needy and helpless others.

Coronavirus broke out at a time when community values in society are on the ebb at large. At this critical juncture of humanity, when most of the world was self-quarantined, social media was the only way to interact with people. In order to overcome this crisis situation, everyone was talking about dos and don'ts regarding this virus-induced respiratory as well as gastrointestinal disease Covid-19. They were keen on media reports on the movements of coronavirus, tallies of millions of infections and deaths, global approach to contain the spread of the virus, health safety guideline and its enforcement, social distancing, sanitisation and fumigation, precautions, quarantine, treatment and faster vaccination. Coronavirus was and is still a public health emergency. In its early days, we all know, Covid-19 raised its ugly head and affected

the entire world. This deadly virus spread across borders and territories at a faster rate beyond our imagination. So, everyone on every platform discussed the rapid march of the superbug and a way out to uproot it from the earth's surface. We also discussed ways and means to weather this pandemic situation alongside helping those desperately in need. We talked about the possibility of finding a cure for this virus and making an antibody to fight it as a good number of global drug makers made a breakthrough in vaccine development. Amid this bizarre state, we saw an endless stream of slurs, rumours, misinformation, disinformation and propaganda online. Many even used religion as a weapon against humanity. It badly affected people's mental health.

Yours truly decided to take a firm stand against slanderers and obscurantists and stand by the people who were getting distracted and derailed by logorrhoea. I made every effort to make them understand the difference between reality and rumours, and what was actually good for them. In this situation, journalists did their best to collect all the news and convey them to the masses. Since the mass media is an authentic news source, it is their big responsibility to raise public awareness. Not only is the news media doing this job, but also many citizen journalists are doing this

Cont. on Page 3, Column 3

The ULABian requests its readers to send views, comments and press releases via email to the following address: theulabian@ulab.edu.bd. The campus paper greets photographs, features, and stories from the university students. Your best story will be printed after selection. So you, our interested candidates may be called to unite with the ULABian. Your submissions are subjected to editing.



Conspiracy Theories about Coronavirus

Jannati Ferdowsi Meem

Improper use of face masks is a big concern today.

Photo: Ashraful Islam Adib

The coronavirus pandemic changed our lives nothing if not holistically.

A plethora of questions have been raised about coronavirus in early 2020. The first question is: From where did the novel coronavirus originate? China came up with an official explanation. The Chinese authorities said that coronavirus originated from a live animal market in Wuhan city. People were content with their fictitious explanation.

But a few days later, when people were quarantined, they started making conspiracy theories. Multiple conspiracy theories were propagated, peddling racist

undertones like white supremacist, xenophobic, anti-Semitic, ultra-nationalist and anti-immigrant. American government leaders and senior officers were at play directly or indirectly, encouraging a hate campaign, racism and xenophobia by using anti-Chinese rhetoric.

At that time, many political camps, groups and parties, including the USA, Italy, Spain and Greece also latched on to the Covid-19 crisis to advance those conspiracy theories that succeeded in demonising refugees, foreigners, political leaders and statesmen.

The conspiracy theories had implications

and a target group of people. The conspirators perpetrated physical violence and made racist attacks, beatings, bullying, threats and discrimination against the people of Asian descent. In Africa, local people attacked Asian people, accusing them of carrying coronavirus. In India and Sri Lanka, many people attacked Muslims.

Ultra-nationalist leaders made the political capital out of this pandemic to justify threats and hate speeches. To my mind, none of us are born racist. The mindset of different varieties of people in our society gives rise to racism among us. We begin to discriminate between people.

In the very beginning, gullible audiences bought into those racist conspiracy theories. A case in point here. When immigrants started coming in, they were not primarily allowed to enter the country. Notices were put up in front of every shop barring the entry of the returnees.

In addition, Muslims began to believe that the virus would only kill gentiles. Therefore, I think the audience would be receptive to such racism if they have been provided with particular data from the laymen and researchers who have gained experiences studying about this fact. Furthermore, in the event that they can think of new thoughts and arrangements as opposed to ordering and mortifying individuals while relinquishing their bias.

PANDEMICS THROUGH THE...

| Cont. from Page 1

The storyline in ‘To Build a Fire’ depicts a tenacious man who tries to climb a rock despite warnings against travelling alone in unfavourable conditions caused by freezing temperatures. We must all be patient and brave, but not arrogant. It is thus best to leave something behind in order to start over. Caution is also needed, no matter how brave your heart is.

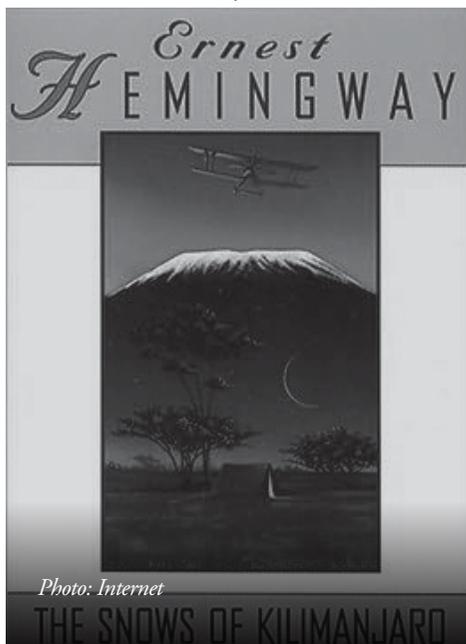


Photo: Internet

The Snows of Kilimanjaro
by Ernest Hemingway

The plot of ‘The Snows of Kilimanjaro’

revolves around a dying man ruminating on his past experiences. In this big life with a limited time, there are few things to regret. The main character is an author who fears he will never be able to write down all of the stories that run through his mind. As death is unavoidable, he needs to do better in his life. The story is a reflection of Hemingway’s thoughts on the protagonist.



Photo: Internet

Inertia by Nancy Kress

The short science fiction ‘Inertia’ is set in a world plagued by an incurable and deadly infectious disease. The affected are forced to live in quarantine camps with no or limited access to the outside world. Years later, it is discovered that the quarantined people fared better than the rest of the planet due to their isolation. This story helps us reflect on how violent the world has become and

how we all are now forced to quarantine. It is relevant to the current era.



Photo: Internet

Cannibalism in the Cars by Mark Twain

‘Cannibalism in the Cars’ humorously satirises the American political system. During inclement weather, some politicians become stranded on a snowbound train. It is now up to them to see if they can survive and how they interact with each other. This is very similar to how things are at work right now. It describes how human psychology works in order for a man to save himself first. When everyone is in danger, nobody is an ally. It only takes a situation like this to reveal people’s true colours.

COVID-19 PANDEMIC...

| Cont. from Page 2

job online which has authentic sources too. The pandemic is a hard time for Bangladesh and the world over, with more than 251 million cases so far and over 5.0 million deaths so far. When all is said and done, everyone is emotionally depressed and they need some mental support in cyberspace, not cyber bullying. If we all can use online platforms properly to give them a ray of hope and mental support, it will be easier to overcome this difficult situation for us for good.

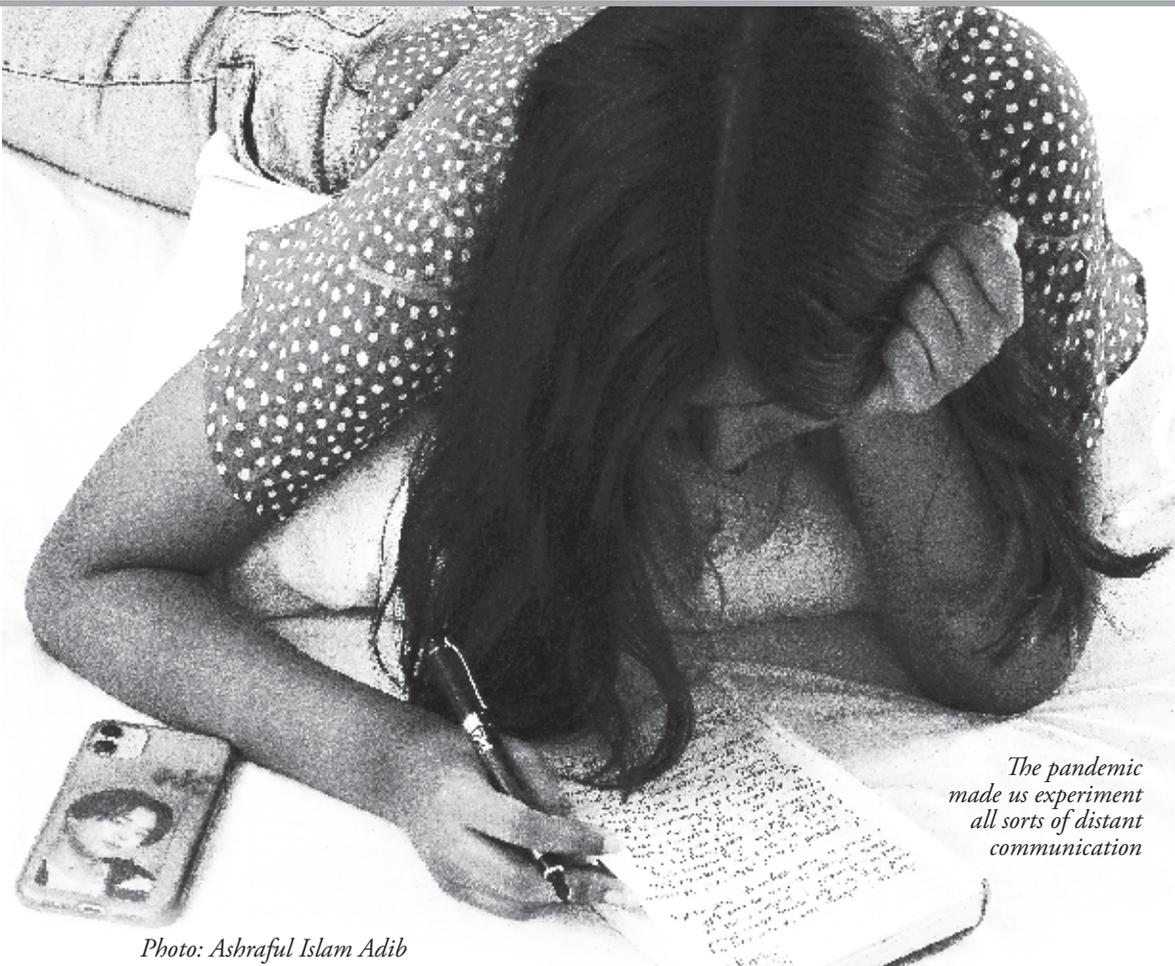


Photo: Ashraful Islam Adib

The pandemic made us experiment all sorts of distant communication

Communication is Culture-specific

Jannati Ferdowsi Meem

Communication cultures are diverse and specific. In David Berlo's model of communication, we can see that culture differences influence behaviour, lifestyle, social system, attitudes and communication skills, among others. Communication is basically based on culture.

Before the outbreak of the coronavirus pandemic in Bangladesh, the situation was very different here. Bangladeshis were unaware of Covid-19 even when the virus was first detected in China. Before the onslaught of the deadly pathogen, people used to shake hands when they met each other. They showed their love and respect through shaking hands or hugging each other. But things unfolded differently after knowing the consequences of Covid-19! People have now stopped any form of physical contact with each other.

During the pre-pandemic period in Bangladesh, when the expatriates used to return home from abroad, there was joy and ecstasy writ large everywhere in their roots and there was curiosity among neighbours. After a long stay away from everyone back home, relatives used to come and visit a returnee. His or her house would be filled with laughter and a sense of reunification.

But what we see today is a paradigm shift from the long-held tradition, thanks to the faster spread of this superbug. The same people now come and visit their motherland, careful and cautious. The end result is the loss of costly harmony amongst each other.

The government forced restrictions on all kinds of social, political, cultural and

religious gatherings across the country. Accordingly, all the offices got closed physically, but their activities remained pretty much the same remotely.

My father did his office in the stay-at-home-remote-work mode. He made video calls by using different online social platforms, including Zoom, WhatsApp, Facebook, Messenger and Google Meet, with Zoom becoming the most popular during the pandemic.

Schools, colleges and universities got closed after the virus had broken out in Bangladesh and begun to spread all over. We were asked to avoid social gatherings and maintain social distancing in order to contain the virus. Like others, I also decided to follow the health guideline and stayed back home instead of moving to my hometown.

However, our academic activities did not come to a halt. Teachers were taking classes via online platforms and also made adequate arrangements for online examinations. I did all the assignments and exams online. I felt that it was easy and comfortable for me, although it was a new platform for me. Now I am learning to adapt to the 'new normal'.

In sum, we can easily say that there is a huge change in communication culture. People are able to work at home instead of going to the office in the changed situation. In addition, students can join classes at home instead of going to the university. The mode of communication and communicators' body language vary from culture to culture. I must say communication is culture-specific.

Communication in Pandemic Times

Sadia Rahman Pitha

The way a person communicates with others depends on several individual factors like personality, culture, language, age, gender and even a crisis situation. Take Covid-19 into consideration. It has not just changed our lifestyle, but our communication style as well.

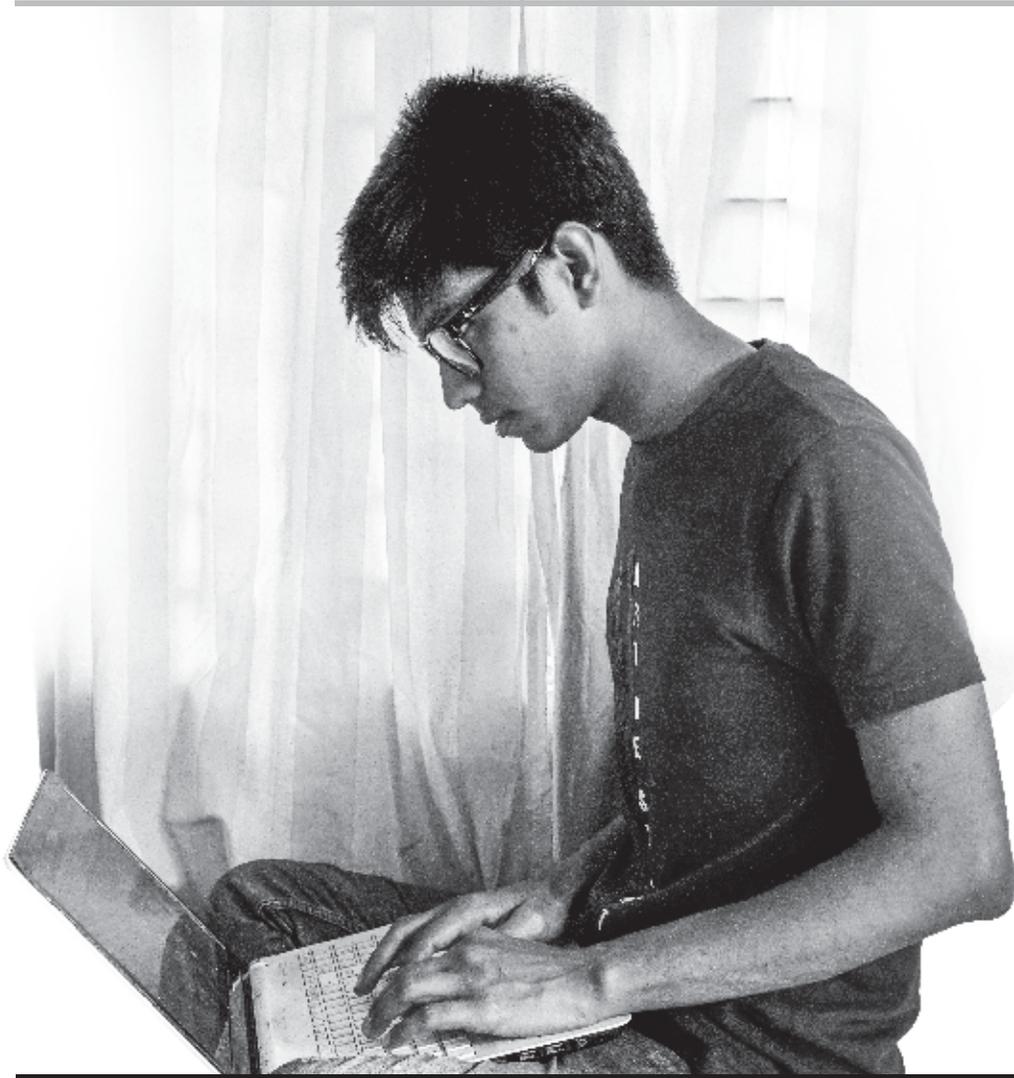
Before Covid-19's outbreak in Bangladesh was documented, we were blissfully unaware of the level of damage it could do to a country and to its people. In fact, when China alone was suffering from the deadly disease, Muslims around the world started claiming it as a form of punishment from on high, from Allah, to non-Muslims until it reached the Middle East. This phenomenon created cultural and religious chaos.

Even the whole communication system changed for this pandemic. As China was the origin of this novel virus, other countries stopped getting supplies from the populous nation. China, which is the world's top exporter, went through a lot of changes in its economy.

When my university closed, I didn't really expect to stay connected with people that much because of the strict, must-follow social-distancing norm. But surprisingly, the opposite happened and I even caught up with the people that I lost connections with over the years.

In fact, China's overall exports contracted by 17.2 per cent in dollar terms in January and February last year, which was more than what was expected by economists when polled by the Bloomberg (Wong, 2020).

The first case of coronavirus in Bangladesh was reported on 08 March 2020 and all the academic institutions were announced to shut down from March 18, the very date that also logged the country's first fatality from the superbug. After we were sent home, I did not go outside without an emergency.



In this era, we only existed through our keyboards.

Photo: Ashraful Islam Adib

Communication during Pandemic

Shanjida Akter Sweety

As people are gregarious and communal, they have been living in community in society from time immemorial. Every society is a part of a culture. A culture is created by combining many diverse things like arts, religions, economy, politics and language or the communication system. Our culture changes through the transformation of our communication system.

We know that the world has been reeling from a new humanitarian crisis caused by coronavirus since late December 2019. Since this virus is contagious and it made inroads into Bangladesh in early March 2020, our government decided to halt public gatherings and shut schools, colleges, universities, small private companies, and the cinemas. During the corona-induced overwhelmingly trying times, people in the Muslim-majority Bangladesh could not go to mosques for prayers, not even Friday's Juma prayers. The entire country was on lockdown.

In normal circumstances, we used to go to colleges, universities, mosques, cinema halls and other places with friends and family. We used to stand so close to them. We used to hug or shake hands with our friends, relatives and family members. And communication was as usual. But things were unusual. We could not go outdoors without an emergency. We had to stay housebound in reality. However, we have

been able to change our communication system.

Like my fellows and buddies, I had to stay indoors for the closure of my university because of the onslaught of the pandemic. But our midterm exam was knocking at the door. As all the institutions were closed, the authorities decided to conduct classes and exams online. Because of our being in a virtual space, there was no meeting, sitting, sharing and pairing, no group study, no library work with classmates after a lecture. I was in a quandary about what to do.

In the beginning, I attended some online classes that made me feel bored and depressed sometimes. I tried to communicate with my peers over phone and via online sites like Facebook, Messenger and WhatsApp to stay updated on classes, exams and others. Once offline, we became e-pals courtesy of social media! However, I enjoyed my stay-at-home life to a T. I spent quality time with my family. I read books and papers and mags in my free time.

In sum, we had to change our typical communication tool and it was an absolute necessity for us in this critical crisis situation. Had we not got used to this system of communication, it would have been difficult for us to communicate with each other. It is we who changed the communication system over time to fulfil our needs.

Economic Cost...

| Cont. from Page 8

potential threat of an eventual inflation. If the patterns are recurrent for consecutive fiscal periods, the country is predicted to go into further debt and deeper recession. Existence of such possibilities is worrisome for a country which is dependent on its labour force and debts for major industries as well as national infrastructure. Such a big deficit can be seen as a red signal for better judgment and alternative solutions. With thousands of official deaths from the Covid-19 pandemic around the country, it is no surprise that at least 40 per cent of the dependent families have lost their minimum income or subsistence wages and thus slipped into a morass of financial crisis. The daily wage-earners are unable to practise quarantine or social distancing and they even cannot afford necessary safety gears because of the opportunity costs associated with it. The working class and lower middle-class families primarily depend on a sole breadwinner for their household income, usually a male figure due to the patriarchal societal norms, followed more evidently in the lower-income groups. With that being said, there is much skepticism about their future in a normal economic condition, let alone a pandemic situation. Their families are usually larger, living in low-hygiene and highly dense colonies.

Privation, deprivation and abject poverty has recently led many families to become spongers alongside the other welfare scroungers and taken to the streets to seek food and finance, thanks to the following reasons:

- a. The lone wage-earner of the family has lost his employment or been made redundant, or
- b. The breadwinner was struck down with coronavirus or got affected and could not survive it.

Not only do these drive those families into poverty, they are likely to sell off their assets, the last straw of life, at devalued prices for a temporary source of income. Moreover, the inability to pay rents or dwelling charges has caused many to lose their homes. The privileges of a safe house do not apply to these people because they can neither shift to a new job nor start up their own business, because they lack the necessary education and equipment required to do so. So far, we have hardly seen any development schemes that address these issues. Even the government's financial bailout packages are meant for the rich, not for the needy. Thus we have been left in deep uncertainty as to where it takes us next.

Postscript: The coronavirus pandemic is almost out of the way because of the mass vaccination drive and the maintenance of the health guideline. The wheels of the economy have started to spin and students have started schooling at a pre-pandemic level. In sum, things will be rosier again.



Tickling our creative bones

Photo: Ashraful Islam Adib

In Quarantine: Steps to Make You Feel More in Control

Sheikh Tasmima Mrenmoi

Within a few months, we were asked to change our lives in order to make room for the internet and social media. Beginning from our professional lives to our personal lives, everything changed. It almost felt like everything was out of place as if our entire routine had been turned upside down. We suddenly began taking online classes, and some of us worked from home. We had a house full of people seated in front of their computers. It could be disorienting, but it was time to reframe and refocus! These are some ways you can do that.

Make the internet your best friend

Coronavirus had to be the reason we finally got some time for ourselves. The internet and social media can be tedious, but they don't have to be.

Find ways to be more strategic, create more content and meet the needs of your networks as well as the core demographic needs of the people you want to connect with. Maintain contact with friends, family and the entire community, as the entire world is feeling the effects of this unusual situation.

Be creative

The internet provides you with new opportunities. How many jobs have you applied for so far? You must keep your eyes and ears open and seize the opportunity before your hands are full with other responsibilities. There are websites such as

Udemy, Skillshare, Coursera and Duolingo. They offer free online courses all over the world. No matter if it is related to your job or not. You can learn new things, for example, a new language, how to fix machines, the history of the world, and how to invest in stock markets to name but a few.

As depressing as the pandemic becomes, it is our duty as the responsible citizens of our country to protect and assist health workers and those in need. Due to panic buying and hoarding, there has been PPE, face mask, rubbing alcohol and hand sanitiser shortages.

Remember that learning never ends and

leadership never dies. These online certificates will not only help you get to the front of the line, but also keep you engaged in varied activities.

Create a budget plan

How many of us think about a budget on a regular basis? That's correct! We don't think so.

As the national economy continues to deteriorate because of rounds of lockdown amid the pandemic, it is imperative that we revise our budget before it is getting too late. Creating a budget plan that allows you to see exactly where your money is going can help you feel more prepared to deal with uncertainties.

Ask yourself, "How can I save more?" on a regular basis. Purchase only what is absolutely necessary. Then you can devise a recovery strategy. A possible to-do list for you is given below.

Average cash inflow for next months:

Bonus, Monthly income, Savings

Gross cash outflow for next months:

Food, Medicines, Bare necessities, Bills, Household stuff

Apply for health insurance

When a disaster like Covid-19 strikes, it is critical to review your life and health insurance policies. If you do not have any health insurance, now is the high time to get a policy. Do not be afraid to seek



When skill development is the new normal!

Photo: Ashraful Islam Adib

assistance from experts such as Metlife Insurance Bangladesh, Delta Life Insurance Company Limited and Pragati Insurance.

Exercise

Physical exercise should be done regularly during this pandemic since it is an investment in your health. Exercise keeps the body fit and improves heart and lung power. There is no point in putting today's exercise for tomorrow, thinking that you have huge free time in future. You can use apps or watch videos on YouTube. The majority of them do not require the use of any gym equipment. So, you can easily do the drills at home.

If you are having trouble motivating yourself, start by walking around your room for 40 minutes at a faster pace than usual. Make a schedule for yourself.

Household chores

Remember to do some spring cleaning! Most of our closets are so disorganised that we are often afraid to open, let alone touch them. So, start folding some of your clothes on the front row, and you will notice a difference in no time: a clean room right in front of you! Yes, indeed! There you have it! Trying out new dishes and assisting your mother in the kitchen is a definite yes. You can also divide the chores equally amongst other family members and work together. It will cheer you up!

Showcase your talent

Quarantine came as a lovely gift for the creatives. You now have complete control over your time, allowing you to get all artsy and make a parade of your skills.

Coronavirus had to be the reason we finally got some time for ourselves. The internet and social media can be tedious, but they don't have to be. Find ways to be more strategic, create more content and meet the needs of your networks as well as the core demographic needs of the people you want to connect with.

Make your quarantine as fruitful as possible. Submit your artistic works to various competitions that take place on various social media platforms. Earn yourself a certificate, even if it is one for participation. This way, you can keep

yourself occupied. Even the certificate you earned will undoubtedly come in handy in the near future. Quarantine is also an excellent time to refocus on your spirituality as it provides peace of mind and relief.

Donation/charity

As depressing as the pandemic becomes, it is our duty as the responsible citizens of our country to protect and assist health workers and those in need. Due to panic buying and hoarding, there has been PPE, face mask, rubbing alcohol and hand sanitiser shortages. Donating extra masks and gloves, helping out the needy, learning about charity organisations and providing financial aid are all good practices. As the economic activity is at rock bottom, it is these individuals who will require the most financial and economic assistance. Let us all remain vigilant in times like this. Let us do something good for them with the "bayanihan" spirit. This is an excellent time to reflect on the simple pleasures of life and to appreciate things that we normally take for granted, such as family, friendship and the environment. After all, we are the agents of social change. And we cannot fall behind because of some minor bugs or dark thoughts and comments that bother us. While the rest of the world is progressing, each system necessitates renewal, and renewal brings smiles.

Communication in Pandemic Times

| Cont. from Page 4

I have a lot of free time now; free time to think, make art, and do the things that were earlier put off because of time shortages. Before this, I was not much concerned about health and hygiene. But now I wash my hands frequently and clean my room regularly. Though bizarre, I even follow the “Wuhan Shake” now which is basically using feet instead of hands when greeting.

When my university closed, I didn't really expect to stay connected with people that much because of the strict, must-follow social-distancing norm. But surprisingly, the opposite happened and I even caught up with the people that I lost connections with over the years. I talked and chatted with some friends living abroad or in other cities in Bangladesh. Even people I was once close to reached out to me and I reached out to them in this crisis situation through social media. This gave me a feeling of “we're in this together” because we are all more or less having the same experience. Even though coronavirus created physical distance among us, it sure reduced our emotional distance.

Bibliography

Wong, S.-L. (2020, March 7). China exports plummet by 17% as coronavirus takes its toll. FINANCIAL TIMES.

Economic Cost of Coronavirus in Bangladesh

Nahian Jamal Joyeeta

Among the many horrors of the coronavirus pandemic on such a mass scale, the economic anxiety looms large and stands in the top tier, especially for developing countries like Bangladesh. Bangladeshi investors and job-seekers are already grappling with the pressure of keeping pace with global competition. In the light of recent events, the gross damage to the economy might be larger than it is projected to be. With exports on the rocks, the majority of the labour force is jobless and businesses are shutting down. So, it is quite clear by now that people are suffering from a low

income. As a result, they have been withdrawing a lot more than the amount invested. This puts the government in a tight spot as its main income sources are taxes and debts. If the economy is operating at a lower capacity than usual, according to economic sages, output will be lower. A recent article reveals that the deficit of the current fiscal budget for 2020-2021 amounts to 45 per cent of the projected target (9,000 crore out of 20,000 crore) which might result in an expansionary monetary policy with the

| Cont. on Page 8, Column 3



Photo: Ashrafur Islam Adib

Photo: Ashrafur Islam Adib

NOW, OR WHEN?

The Dilemma of Campus Reopening

Moumita Sultana Hema

Ever since the start of the Covid-19 outbreak, all education programs have stayed closed in Bangladesh. The promise of academic programs continuing online has obviously failed, due to the extremely slow mobile internet speed in this region. The government has finally taken steps to open academic institutions after a closure of more than one and a half years. It is thought that this is a positive step forward in order to fight the outbreak and getting our life back to normal. However, not everyone agrees.

In a country where wireless internet speeds are low and connectivity is not continuous to stay connected to classes at all times, many students have suffered not only due to the low connectivity but also financially, since the cost of internet data or packages exceeds Tk 300 to Tk 500 a month. Bangladesh is one of five nations at the lowest of the worldwide ranking in terms of internet connection. The administration stated on the third of September that schools and institutions will open on September 12, starting for a single day each week. We interviewed some students from different institutions to know their thoughts on this decision amidst the ongoing pandemic.

'Opening institutions at the moment is not a good decision'

Torsa Islam, a student of the University of Liberal Arts Bangladesh (ULAB), has just finished her fifth trimester. Since the closure of the university last year, she has not only completed her entire first year of Bachelor's Degree online, but also, she is almost near the end of her second year.

Upon the question of how she has coped up to the online academic programs, "the pandemic has taken a toll on our mental health. It was not only depressing but it was also stressful." She said it was because the curriculum was different, everything was different. She continued by saying how the online ways of studying and giving exams were new and unfamiliar and people are not used to welcoming anything that is not familiar to them. She also stated that uncertainty is always scary, and the fact that she had no idea how long this will keep going on, it was stressful, and pretty frustrating for her at the beginning.

We asked her how she feels about reopening the institutions at the moment. She stated that she does not think that this is a good idea to start on-campus classes in

the middle of the pandemic where we have our family members at home, and they are not even vaccinated yet.

"I won't say online education has been successful for all institutions, as we all know that the public universities have been closed for more than a year now and students do want the classes to start, however, my university successfully pulled it off," she said. "It was hard to cope with it, but they did all the things they could as they should. All the necessities have been pulled off properly. So, we eventually got used to it, and it has been pretty impressive how the teachers have been managing as well," she answered the question of if she thinks that online education has been successful from her (or any) institution.

'I am very happy that the institutes are opening'

Jara Tithi, a student of Shanto-Marium University of Creative Technology, is in her final year of her Bachelor's degree. When asked how she has adjusted to the online academic programs, she stated, "Online education has been extremely difficult for me". She further continued that she understood how online and offline education systems are poles apart.

Jara, "Since I study fashion designing, it is a practical based subject, so online education has not been able to help me or make me learn anything". She said it is not often clear what the teachers say. The internet and electricity problems have always been there, so there's nothing new to say about that.

We asked her how she felt about reopening the institutions at this time, and she said she thinks it is a good idea to start school, and further mentioned that she does not understand why the universities haven't been opened yet. She said, "I feel the schools and colleges should have been opened way earlier because the pandemic will not be gone in a matter of few months, it will take time and despite that, we need to continue with our daily lives. Education could have continued at the same or similar pace if it were opened earlier."

She also mentioned that children have lost their flow of studying, and cannot return to that same level now that it has taken this long to open the institutions, considering the fact that universities students do not have the same flow as well.

'Teachers are taking precautions so I think it is better to open the institutions'

Nusrat Jahan Suraiya, a student of Shiddeswari Girl's College, is in the first year of her Honor's degree. In response to the topic of how she has adjusted to the online academic programs, she stated, that it was not only difficult to adjust, but it was extremely painful for her, because she completed her HSC in 2019 and has been preparing for her admission tests in Public Universities since then. But due to the pandemic, all her plans were halted, stretching the time to two years.

Upon asking if she thinks the government and institutional authorities should take necessary precautions to stop the spreading of COVID-19 if the institutes are reopened, she said, "I have already seen that each class have to go to school once a week, so that means teachers are maintaining the number of students per day in school are moderate, and do not end up resulting in a crowd. Teachers are also keeping an eye on students, i.e., if they have any fever or a cold." She added that this is not the government's duty to keep us safe and sound, it is our duty to stay healthy, sanitize ourselves at all times, people are slowly but surely getting vaccinated so she thinks that it is high time that the institutions are opened.

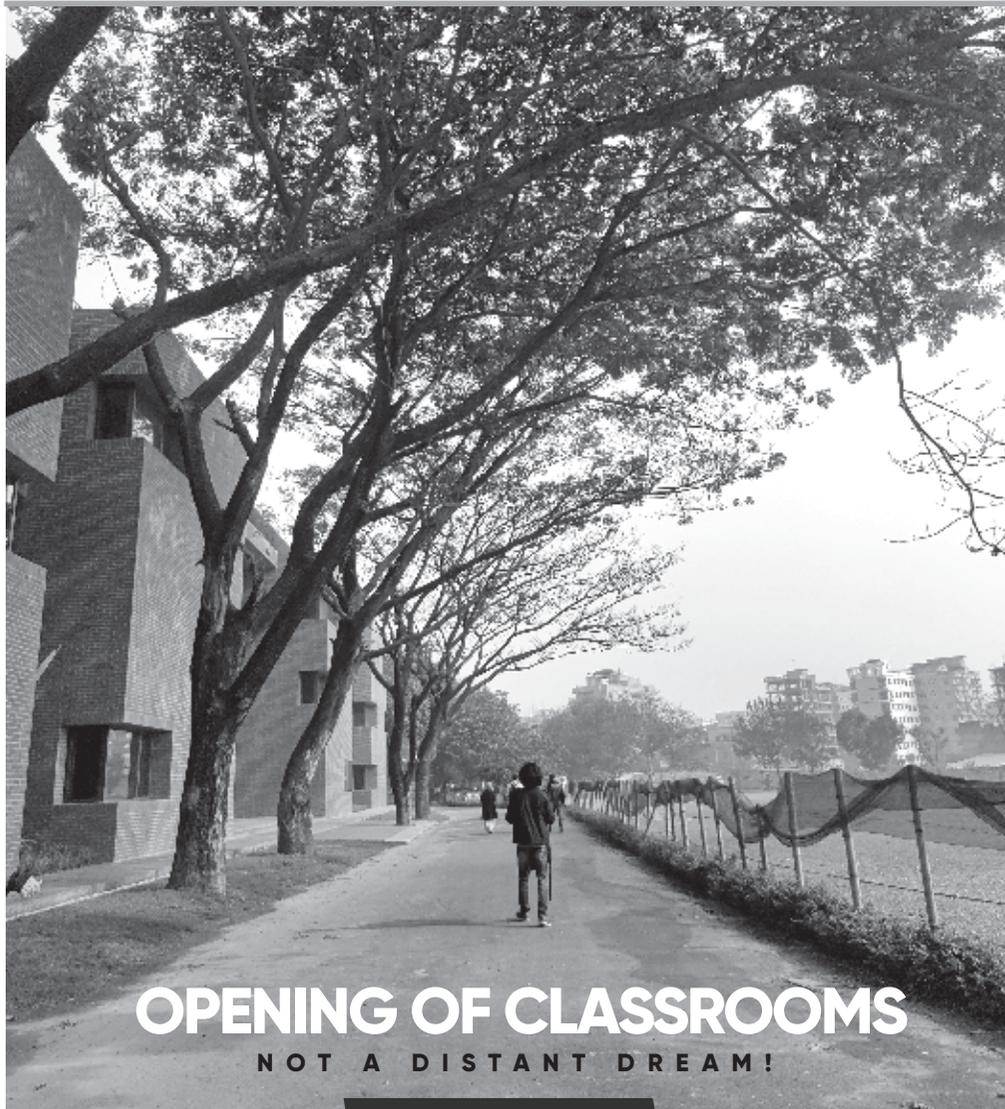
'I think schools should be opened because children are not studying at home'

We asked Monira Parvin, a mother of a university student, about how she felt about reopening the institutions at this time, and she said she feels it's a nice thing to start school now. She stated, "I think schools and universities should be opened, but taking into account the importance of early vaccinations of all the students, and maintaining necessary precautions. But despite all, it is necessary because children are not concentrating on educations and are drifting away from studies."

Students have been absent from class for more than a year and a half due to this dreadful disease that has ravaged the planet. Nothing is more damaging to culture than a long time of learning being lost or just not being there. As a result, the earlier our students return to school, colleges, and institutions, the better for all of us. But despite everything, let us all take necessary precautions in order to stop the spreading of the coronavirus further.

Photo: Internet





OPENING OF CLASSROOMS NOT A DISTANT DREAM!

Nahian Jamal Joyeeta

Photo: Anica Hossain

For the past year and a half, the heads of our beds and our always-comfortable pillows had served as a makeshift school. Getting up, joining the class, and eating breakfast with our webcams turned off and only turning on the mic to say “yes sir or yes ma’am” had been our idea of online classes. Our “new normal” was the accidental moments when our mics were turned on at the most inconvenient times: either someone was caught saying something completely obscene, or someone’s unpleasant interactions with their family members were broadcasted to the entire class! However, with the daily grind of the pandemic, the question “Is it really necessary to take classes?” appeared often; but deep down, we were all waiting for the news of campus reopening.

Now that it’s here, I’m curious to know what our first day will be like.

Maybe I’ll go through the entire cupboard the night before to pick my outfit. Obviously, I will not sleep since I will be involved in all kinds of theories and fantasies via group chat with my friends all night long in the excitement of seeing them again! I won’t have to put on headphones in the morning, but rather get up an hour earlier to catch the bus on an empty stomach, smelling only the insides of my protective mask.

I’ll strive in vain to locate my dear buddies at the front of the yellow shuttle bus queue in front of Campus “A,” and then I’ll wonder, “Why isn’t today’s class online? At least you wouldn’t have to wait in line for an hour!” Then when my best friend will greet me in the line with the tightest hug, I will perhaps realise what exactly makes the “offline” moments so precious. It’s been a while since I felt the adrenaline rush of entering our big, red brick gateway and walking past the beautiful red building facing the cricket ground; it’s been a while since I was lovingly welcomed by the puppies on campus who made sure I smiled before a stressful day of classes. It’s been a while since my friends and I sat in the back garden and sang to our heart’s content!

I know that not a lot will feel the same. Instead of seeing each other’s faces, we’ll be seeing the variety of masks being sold; instead of hugging each other or sharing food, we’ll be asked to stand three feet apart for social distancing; instead of a hearty reunion, we will be still be surrounded by the tropes of the new normal. I used to hide my face by turning off the video like online, that day I will hide behind a mask. The “No mask, no entry” sign will take the place of “Welcome back to campus!” posters, and the earthy smell of permanent campus will be replaced by the stinging rubbing alcohol and our stenchy masks. The news of who got infected in the family today, or who has passed away will be shared in person rather than our newsfeeds. The only consolation in all of this would be: we are not alone in this.

Fighting Covid-19

| Cont. from Page 12

about their contributions online to court corporate entities to chip in with their largesse as part of their corporate social responsibility. Akij Group, for example, began constructing dedicated hospitals for coronavirus patients. Bashundhara Group followed in Akij’s footsteps and it set up a dedicated hospital.

In times of crisis, people can be biased and unpredictable, especially in Bangladesh where the online discourse is very diverse. Instead of letting loose a stream of vitriol on social media, everyone should work with the government. This was not the time to debate political malice and point fingers at political parties. Yet, many people debated the issue, much to the annoyance of others. It should be kept in mind that a misstep in online conversations could spread misinformation. People were having panic attacks as a result of hearing a farrago of fact and myth about coronavirus. Even a fever or a cough could lead to the abandonment of a patient. Even a few people died in hospitals without being treated because others doubted they had Covid-19. People should be aware that Covid-19 is curable and avoidable if precautions are taken.

Most online discussions were fruitful because people did their best to follow the instructions for their own good. Most Bangladeshis looked concerned about public health...

The role of news media has been critical during this pandemic of epic proportions because it assists in disseminating reliable information. They are responsible for quickly informing the general public of government plans, global status of the pandemic and so on. People trust the news outlets the most and pay close attention to them because they provide accurate information. Braving the dangerous virus, all Bangladeshi news platforms are actively working to perform their responsibilities duly.

The pandemic Covid-19 has given rise to much speculation and debate, with multiple angles, actions and reactions shared and circulated on social platforms. People started raging against China as some conspiracy theories surfaced online. However, China stood by other countries, including Bangladesh, by sending test kits, PPE, ventilator, masks, gloves, sanitiser and vaccine. In sum, it is better to bury international animosity and work together.

Intimate Weddings

A TREND AMID PANDEMIC

How about a Wedding with Kacchi, but Just for the Family?

Nahian Jamal Joyeeta

When life came to a halt amid the coronavirus pandemic, it was getting difficult to imagine we could all revert back to normalcy. Some resorted to optimism and gathered with their loved ones to start the life apart together.

The couples ditched fancy halls and grand weddings amongst large crowds, opting instead, to get married among immediate family and close friends, and the end of 2020 brought many newly-weds to the list. Up until December 2020, according to national news sources, 60 couples were registered daily by the marriage registrars across the country!

What inspired you to get married amid a Global Pandemic?

“My fiance and I had decided to get married in April, 2020 long before the existence of the virus but it got postponed due to the lockdown,” began Tabassum Islam (bride), “When we saw there was no improvement, we decided to get married on 13th August, 2020 in a very intimate ceremony, following all safety measures.” She also believes it’s easier to divulge into married life now more than ever, since the couple is spending a lot of time at home together.

On the other hand, Zareen Anika Islam, a soon-to-be bride says, “We always wanted to get married in 2021 to commemorate the new decade. Although I have always imagined a large wedding, even if it can’t be too grand now, we are sticking to the plan.” A wedding with only 20-50 guests is normal in other cultures. But in Bangladesh, they’re not only limited to being a marriage ceremony, rather, it’s a festival for families, extended families, friends, acquaintances and sometimes an entire area!

Although some people, like Tabassum, would rather prefer this low-key celebration, Zareen is not at all happy

about it because she is having to cut back on functions and invitations.

Are you okay, wedding planners?

Weddings have turned into an industry starting from food, attire, to makeup, decorations and photography; whether it’s a big event or an intimate one, a wedding planner is a must! In conversation with Sohel Ahmed, the core photographer of popular event management Reels & Stories, we discern some of these concerns. “It’s very difficult to say how many events we have planned amid the pandemic, despite many cancellations and postponements in the beginning of lockdown. With government restrictions overhead, it was not easy to go through as planned,” says Sohel. Reels & Stories started receiving more bookings near August as most people began to plan engagements and Akdth (Nuptials) at home but they are mostly choosing the smaller packages.

“At first it was quite a challenge to cover and organise weddings in a small space while maintaining distancing codes because moments need to be captured

spontaneously. Now, however, we are more used to it and people seem to be shifting towards venue events, we are getting increased bookings for winter and spring events.” Sohel added that the culture of Bangladeshi weddings will prevent the trend of intimate functions from growing further because people already seem to be loosely concerned about the pandemic. Make-up Artist Raisa Naushin also mirrored the statement of Reels & Stories, saying her bridal clients, although increasingly concerned about hygiene of make-up tools, still wanted to look their best in a budget. She believes since people are already growing less inclined towards smaller crowds (“limiting to 100-200 people is still unsafe”), this trend might expire with the pandemic when the health and financial constraints will improve. Unfortunately for wedding guests though, not many invitations have been coming along since the need for distancing is far from over, even if social media feeds show otherwise. Alas, at least we can hope for these unions to last, so that we at least get to attend the receptions after the situation normalises- whenever that may be!



Sharing a cup of coffee everyday calls for celebration.

Photo: Jawad Chowdhury



PHOTO BY:
SOHEL AHMED

PHOTO BY:
KHANDAKER
FAHIM

The “Qubool” moments for Zohra (left) and Tabassum (right).



We fought and survived Covid, but not without consequences.

Photo: Ashrafur Islam Adib

Fighting Covid-19 and Online Bashing

Taranna Tabassum Tiasha

The World Health Organisation (WHO) has declared the onslaught of the 2019 coronavirus disease (Covid-19) as a pandemic. The term “pandemic” refers to the fact that Covid-19 has spread globally and that people everywhere are now suffering from it. The deadly bug is fast spreading across the world, and Bangladesh is not immune from it. Covid-19 has been a global public health emergency. Online platforms were critical in bridging the gap between the government and the people. Almost everyone was getting involved in online discussions on how to join hands and work together to combat this microbe. In Bangladesh, some Facebook groups were formed to help with the Covid-19 emergency response. New information was quickly reaching people, thanks to the promptness of these groups. The government and health workers were disseminating critical information online regularly to heighten public awareness of the dangers posing the virus. People received instructions daily from online platforms like washing hands properly, maintaining social distance and using face masks. Covid-19 has played out like a war, with participants from all walks of life. Most online discussions were fruitful because people did their best to follow the instructions for their own good. Most Bangladeshis looked concerned about public health. When they came to know

from online platforms that doctors and nurses had not received any personal protective equipment (PPE) from the government at the peak time of coronavirus, they made personal initiatives to donate PPE in hospitals in order to assist the community.

The pandemic Covid-19 has given rise to much speculation and debate, with multiple angles, actions and reactions shared and circulated on social platforms. People started raging against China as some conspiracy theories surfaced online.

To check the Covid-19 scourge, people started to wear face masks and wash their hands thoroughly. I also took part in an online discussion with friends on Covid-19. In fact, we used to discuss the day’s events.

Also, there was a new trend of donating to the poor via bKash, and friends are nominating one another for that project. This fantastic initiative was made possible by online discussion. Furthermore, the country was on lockdown for months. But its impact was immense on the poor, especially day-labourers, rickshaw-pullers and cleaners. Many people were unable to purchase bare necessities amid inflationary pressure. Some unscrupulous businessmen raised prices of essential commodities for a windfall profit during the pandemic. However, they were quickly exposed by the general public on social media, and the government acted promptly to regulate the errant profiteers. Given the plight of the poor, many non-profit organisations raised funds through online platforms with an eye to assisting those in need. They updated the situation on Facebook and other social networks on a daily basis in order to encourage more people to join them. One interesting fact is that because of the infectious nature of the disease, the super-rich were equally affected. As a result, adequate funding was being provided for anti-virus research. In addition, wealthy industries came up with munificent donations to the health sector grappling with the pandemic. People waxed lyrical

| Cont. on Page 10, Column 1